এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ খোয়া গেছে মোবাইল, দাবি প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনুর
গরিব সেজে রূপশ্রীর আবেদন, সরেজমিনে তদন্তে ধরা পড়ল কারচুপি ৩

কলকাতা ২৬ মে ২০২৬ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩৪৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.05.2026, Vol.19, Issue No. 343, 8 Pages, Price 3.00

১ জুন থেকেই রাজ্যে একশো দিনের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ফের শুরু হতে চলেছে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প। সোমবার নবান্নে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে এই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে আপাতত এই প্রকল্পের বাইরে রাখা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং মুর্শিদাবাদ জেলাকে। নবান্ন সূত্রের খবর, তৃণমূল জমানায় এই দুই জেলায় ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগের তদন্ত ও খতিয়ে দেখার কাজ চলায় আপাতত ওই দুই জেলায় প্রকল্প চালু করা হচ্ছে না।

বাকি সমস্ত জেলায় দ্রুত ১০০ দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল সরকারের আমলে প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কেন্দ্র বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছিল। এরপর রাজ্য সরকার 'কর্মশ্রী' প্রকল্প চালু করেছিল। সেখানে জব কার্ড হোল্ডারদের ৫০ থেকে ৭০ দিনের কাজ দেওয়া হত।

এ দিনের বৈঠকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্র ও রাজ্য ৫০ শতাংশ করে খরচ বহন করবে। কেন্দ্রের কর্মসূচির আওতাতেই এই মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ২২ জুন রাজ্য বাজেট পেশ করা হবে।

বাংলায় তৃণমূল আমলে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। কেন্দ্রের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার কোনও তথ্য দিচ্ছে না, টাকা নয়ছয় হচ্ছে বলে অভিযোগ। কেন্দ্র সেই ১০০ দিনের টাকা বন্ধ করে দেয়। এবার রাজ্যে পালাবদলে বিজেপি সরকার গঠন হয়েছে। ডবল ইঞ্জিন সরকার বাংলায় শুরু হতেই উন্নয়নযজ্ঞ শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবন ও কাজের উন্নয়নের জন্য বড় বার্তা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এবার গ্রামের মানুষদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১ জুন থেকেই বাংলায় ১০০ দিনের কাজ শুরু হচ্ছে।

সচিবদের সঙ্গে বৈঠক, একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা

কাজে গতি বাড়াতে সমন্বয় মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতে এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আরও মজবুত করতে উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। সোমবার নবান্ন সভাঘরে রাজ্যের ৩৪টি দপ্তরের সচিবদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন তিনি। সেই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এ বার থেকে প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে সব দপ্তরের সচিবদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করবেন তিনি। প্রশাসনিক স্তরে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে আলোচনায় থাকা ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে আগের সরকার এই প্রকল্পের কাজ শুরু করলেও, বাস্তবে তার অগ্রগতি খুব একটা হয়নি বলেই প্রশাসনিক মহলের অভিমত। সেই

পরিস্থিতিতে নতুন সরকার প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের পথে এগোতে চাইছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ সহযোগিতায় রূপায়িত করা হবে। প্রকল্পের ব্যয় ৫০-৫০ শতাংশ হারে বহন করবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। সেই অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দ এবং পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পশ্চিম মেদিনীপুর ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার বন্যা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সম্ভব হবে।

বৈঠকে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর জোর দিয়ে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দেন, আগামী ৮ জুনের মধ্যেই এই সংক্রান্ত চুক্তি চূড়ান্ত করতে হবে। রাজ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প কার্যকর করার ক্ষেত্রে যাতে আর কোনও বিলম্ব না হয়, সে বিষয়েও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি।

এ ছাড়াও আগামী ১১ জুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা নীতি আয়োগের বৈঠক নিয়েও প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য সরকার। প্রথম বার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সেই বৈঠকে যোগ দিতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ফলে বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, আর্থিক অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করতে সব দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, প্রতিটি দপ্তরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য ও প্রস্তাব জমা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের বিষয়েও গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে ফের ১০০ দিনের কাজ চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন। গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে গতি আনতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে সোমবারের এই বৈঠক থেকেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ও সমন্বিত ভূমিকার ইঙ্গিত দিল নতুন সরকার।

আজ কল্যাণীতে শুভেন্দু

■ **ফের জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী। আজ কল্যাণীতে তিন জেলা নিয়ে বড় প্রশাসনিক বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং হুগলি জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও প্রশাসনিক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এই পর্যালোচনা বৈঠক বলে নবান্ন সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, দপ্তর ধরে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অগ্রগতি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রশাসনিক পরিষেবা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে। বৈঠকে তিন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, কমিশনার অফ পুলিশ, মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিক এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।**

'মোদীকে ভালোবাসি', ফোনে বার্তা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৫ মে: ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'বন্ধু' সম্বোধন করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপে আয়োজিত হয়েছিল আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠানের মাঝেই মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়োকে ফোন করেন ট্রাম্প। বলেন, 'আমি ভারতকে ভালবাসি, প্রধানমন্ত্রীকে ভালবাসি'। আরও বলেন, 'মোদী মহান'।

প্রসঙ্গত দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার লক্ষ্যে চার দিনের ভারত সফরে এসে কলকাতা ঘুরে দিল্লিতে গিয়ে শনিবার মোদী ও রবিবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেন রুবিয়ো। সাক্ষাৎ হয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গেও। আলোচনার বিষয় ছিল দুই দেশের প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, যোগাযোগ, শিক্ষা, জ্বালানি, ভিসা ও জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ও পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত

অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান ট্রাম্প। লাউড স্পিকারে সকলের সামনে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দাবি, ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির সম্পর্ক আগে এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাঁর বার্তা, 'আমার ও আমেরিকার উপরে ভারত সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে।' অর্থনীতি প্রসঙ্গে ট্রাম্পের দাবি, ভারতের প্রতি আমেরিকার সমর্থন রয়েছে। মার্কিন অর্থনীতি ও শেয়ার বাজার রেকর্ড তৈরি করেছে দাবি করে পাশে থাকা-র প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাঁরা জানেন কাকে ফোন করতে হয়।' আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দাবি, 'ভারত যা কিছু চায়, তার সব কিছুই আমাদের আছে।'

শহরের প্রচণ্ড ঘর্মাক্ত গরমে ক্লান্ত হয়ে একটু জিরিয়ে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন এক দম্পতি। ময়দানের ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

নয়া সিইও নীলম মীনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নতুন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হলেন নীলম মীনা। ১৯৯৮ ব্যাচের পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের এই আইএএস অফিসার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সামলেছেন। মনোজকুমার আগরওয়ালের পরে এ বার তিনিই হলেন রাজ্যের সিইও।

রাজ্যের পরবর্তী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বাছাইয়ের জন্য তিনটি নাম নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়েছিল রাজ্য। বিধি মেনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনায় এবং দুই নির্বাচন কমিশনারের প্যানেল ওই তিন আইএএস আধিকারিকের মধ্যে থেকে এক জনকে রাজ্যের পরবর্তী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসাবে বেছে নিয়েছে। নীলম ছাড়াও ওই দৌড়ে ছিলেন তন্ময় চক্রবর্তী এবং মৌমিতা গোদারা বসু। দিল্লির নির্বাচন সদনে তাঁদের নাম পাঠানো হয়েছিল।

নীলমের জন্ম ১৯৭০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। স্নাতকোত্তরের পর ইউপিএসসি দেন। ১৯৯৮ ব্যাচের এই আইএএস ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের প্রধান সচিব হিসাবে কাজ করছিলেন। তা ছাড়া অতীতে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, সচিব, ব্যক্তিগত সচিব, জেলা কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট, যুগ্ম সচিব, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলাশাসক-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন।

উল্লেখ্য, মনোজ কুমার আগরওয়াল রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে যোগ দেওয়ার পর থেকেই নতুন সিইও নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আইন অনুযায়ী মুখ্যসচিব পদে থেকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দায়িত্ব পালন করা যায় না।

অভিষেকের 'শান্তিনিকেতনে' পুলিশ

গাড়িতে উঠল মনিটর, কারণ নিয়ে ধন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতার বাড়িতে আচমকা পুলিশের উপস্থিতিকে ঘিরে সোমবার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে জোর জল্পনা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন শান্তিনিকেতনে সোমবার দুপুরে প্রবেশ করেন কয়েক জন পুলিশকর্মী। তাঁদের কয়েক জন ছিলেন সাধারণ পোশাকে। কয়েক জন পরেছিলেন সাদা উর্দি। কিছুক্ষণ পরেই বাড়ির ভিতর থেকে একটি মনিটর নিয়ে বেরিয়ে যান পুলিশকর্মীরা। তার পর সেই মনিটর তুলে দেওয়া হয় একটি সাদা গাড়িতে, যাতে লেখা ছিল 'কলকাতা পুলিশ'। সেটি কোথায় নিয়ে যাওয়া হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ওই পুলিশকর্মীরা অভিষেকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে একটি গাড়ি সেখানকার গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে যায়। সেই গাড়িটি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার নামে নথিভুক্ত। শান্তিনিকেতন বাড়িটিও ওই সংস্থার নামেই পুরসভায় নথিভুক্ত রয়েছে। কেন হঠাৎ তৃণমূল সাংসদের বাড়িতে পুলিশ গেল, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। লালবাজারের এক কর্তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এ বিষয়ে কিছু জানেন না।

এদিকে ঠিক কী কারণে পুলিশ সেখানে গিয়েছিল, সে বিষয়ে

এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। পুলিশ কিংবা তৃণমূল - কোনও পক্ষের তরফেই এ নিয়ে স্পষ্ট মন্তব্য করা হয়নি। যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে এই সফরের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েই এখন নানা আলোচনা শুরু হয়েছে।

এর আগেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুলিশ গিয়েছিল। তখন তাঁর বাড়ি থেকে স্ক্যানার যন্ত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছিল, ওই স্ক্যানারগুলি সরকারি সম্পত্তি হওয়ায় সেগুলি ফিরিয়ে নেওয়া হয়। নিরাপত্তার কারণে পুলিশ প্রশাসনের তরফে ওই যন্ত্র বসানো হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। সেই সময় অভিষেকের বাড়ির ভিতরে যে ধরনের স্ক্যানার বসানো ছিল, তা সাধারণত বিমানবন্দর, রেলস্টেশন কিংবা বড় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে দেখা যায়। ফলে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চর্চাও হয়। শুধু বাড়িই নয়, কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের দপ্তরের সামনেও অতিরিক্ত নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ভোটের ফল ঘোষণার দু'দিন পর থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থাকা অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। সরিয়ে নেওয়া হয় গার্ডরেলও।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গাইডলাইন অনুযায়ী অভিষেকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাজানো হবে। ধাপে ধাপে তুলে নেওয়া হবে অতিরিক্ত বাহিনী এবং বিশেষ সুবিধা। আর এই ঘটনাগুলির পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছিল। সোমবার ফের পুলিশের উপস্থিতি সেই জল্পনাকে আরও উস্কে দিল বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকদের একাংশ। যদিও সরকারি ভাবে কোনও ব্যাখ্যা না মেলায় ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও ধোঁয়াশার মধ্যেই রয়েছে।

দশ দিনে চারবার, ফের দামি জ্বালানি

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: জ্বালানির দাম বেড়েই চলেছে। শনিবারের পর ফের পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়ল দেশ জুড়ে। দিল্লিতে আড়াই টাকারও বেশি বেড়ে পেট্রলের দাম সেঞ্চুরি করে ফেলেছে। ডিজেলের দামও সেঞ্চুরির প্রায় দোরগোড়ায়।

গত ১৫ মে সারা দেশে এক ধাক্কায় লিটার প্রতি তিন টাকা বেড়ে গিয়েছিল পেট্রোলের দাম। তার পর ১৯ মে আবার দাম বাড়ে। আরও ৯০ পয়সা করে পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তার পর ২৩ মে, শনিবার ফের ৮৭ পয়সা মূল্য বৃদ্ধি হয়। সোমবারের মূল্যবৃদ্ধির পর দেশে গত ১০ দিনে সাত টাকারও বেশি মহার্ঘ হয়ে গেল পেট্রোল।

সোমবার দিল্লিতে পেট্রলের দাম প্রতি লিটারে ২.৬১ টাকা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ২.৭১ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেশের রাজধানী শহরে পেট্রোলের নতুন দাম ১০২.১২ টাকা। ডিজেল সেখানে বিক্রি হচ্ছে ৯৫.২০ টাকায়। কলকাতাতেও পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে। লিটার প্রতি ২.৮৭ টাকা বেড়ে শহরে পেট্রোলের নতুন দাম হয়েছে ১১৩.৫১ টাকা। লিটার প্রতি ২.৮০ টাকা বেড়ে ডিজেলের দাম কলকাতায় হয়েছে ৯৯.৮২ টাকা। এ ছাড়া, মুম্বইয়ে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১১১.২১ টাকায়, দাম বেড়েছে ২.৭২ টাকা। চেন্নাইয়ে ২.৪৬ টাকা বৃদ্ধির পর এক লিটার পেট্রোলের নতুন দাম ১০৭.৭৭ টাকা। মুম্বইয়ে ডিজেলের দাম বেড়েছে ২.৮১ টাকা। ৯৭.৮৩ টাকায় এক লিটার ডিজেল সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম ২.৫৭ টাকা বেড়ে প্রতি লিটারের নতুন দাম হয়েছে ৯৯.৫৫

টাকা।

জ্বালানির দাম বাড়লে শুধু গাড়ি চালানো বা পরিবহণের খরচই বাড়ে না, সার্বিক জীবনযাপনেই তার প্রভাব পড়ে। কারণ, পরিবহণের সঙ্গে যাপনের বাকি দিকগুলিও সম্পর্কযুক্ত। ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় জ্বালানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুধ, রুটির দাম বেড়ে গিয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ার হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজ যাতায়াত করে। ভারতকেও এই জ্বালানি বাইরে থেকে কিনতে হয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ বাহিনী ইরান আক্রমণ করার পর থেকে হরমুজে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাধা পাচ্ছে পণ্যবাহী জাহাজ। তার প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বাজারেও। ভারতে তেল সরবরাহকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের মতো সংস্থাগুলি জানাচ্ছে, দীর্ঘ দিন তারা বেশি দামে জ্বালানি কিনেও দেশের বাজারে দাম স্বাভাবিক রেখেছিল। এর ফলে দিনে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা তাদের ক্ষতি হচ্ছিল। ক্ষতির পরিমাণ এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, পেট্রোল বা ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করা ছাড়া এখন উপায় নেই।

শনিবার মূল্যবৃদ্ধির পর ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন, দেশে পেট্রোল বা ডিজেলের সার্বিক কোনও ঘাটতি নেই। কিছু কিছু জায়গায় স্থানীয় ভাবে দাম বাড়ছে এবং তা সাময়িক। আঞ্চলিক চাহিদা এবং সরবরাহের সামঞ্জস্য না থাকায় দাম বাড়ছে বলে দাবি করেছিল দেশের সবচেয়ে বড় তেল সংস্থা।

আমেরিকা এবং ইরানের সংঘাতের কারণে পশ্চিম এশিয়ায় জ্বালানি সঙ্কট তৈরি হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতির উপর সারা বিশ্বের জ্বালানির দামের ওঠাপড়া নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক বাজারে এই মুহূর্তে অপরিশোধিত জ্বালানির সরবরাহ ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই আবহে দেশবাসীকে জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রসেনজিৎদের পদ্ম-পুরস্কার

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: জানুয়ারি মাসে সাধারণতন্ত্র দিবসেই পদ্ম সম্মানের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। সেসময়েই জানা যায়, বাংলা সিনেমায় বিশেষ অবদানের জন্য পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এবার মে মাসের ২৫ তারিখ অভিনেতার হাতে উঠল পদ্ম সম্মান। অন্যদিকে কিংবদন্তি ধর্মেন্দ্রকে যে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণে ভূষিত করা হবে, সেকথাও সেসময়েই জানা গিয়েছিল। প্রয়াত অভিনেতার হয়ে পদ্ম সম্মান গ্রহণ করলেন হেমা মালিনী।

২৫ মে, রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত প্রথম 'সিভিল ইনভেস্টিচার সেরিমনি'তে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মনোনীত ব্যক্তিত্বদের হাতে এই সম্মান তুলে দেন। এবছর ভারত সরকারের তরফে মোট ১৩১টি পদ্ম সম্মানের ঘোষণা করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ৫টি পদ্মবিভূষণ, ১৩টি পদ্মভূষণ এবং ১১৩টি পদ্মশ্রী পুরস্কার। যে তালিকায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়,

সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্ম পুরস্কার নিচ্ছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

প্রয়াত তারকা ধর্মেন্দ্র-সহ মালয়ালম মেগাস্টার মামুত্তি, গায়িকা অলকা ইয়াগনিকও রয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রসেনজিৎ-সহ এই পদ্ম সম্মানের তালিকায় আবার ১১ জন বাঙালিও রয়েছেন। শিল্প-সাহিত্য, খেলাধুলা, বিজ্ঞান, সমাজসেবা এবং জনকল্যাণের মতো বিভিন্ন পরিসরে অসামান্য অবদানের জন্য পদ্ম পুরস্কার দেওয়া হয়।

অন্যদিকে রাইসিনা হিলস-এ পদ্ম পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রবেশের আগে হেমা মালিনী জানান, 'এটি আমাদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত আবেগঘন এক মুহূর্ত। আমাদের মেয়ে অহনা আমার সঙ্গেই দিল্লিতে এসেছে। ইশা আসতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষমেশ আসতে পারেনি। পুরো পরিবারই আজ আনন্দিত। সানি, ববি- সবাই এই খবর জানে এবং আমাদের সকলের জন্যই এটা অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত।'

২ একদিন বিবিধ
EKDIN, KOLKATA, 26 MAY 2026, PAGE 2
কলকাতা, ২৬ মে ২০২৬

শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কাছে কি আসানসোলের বেআইনি সিন্ডিকেটের কোটি কোটি টাকা যেত?

সুদীপ মহাপাত্র

সিন্ডিকেট রাজের মৌরুসি পাট্টা সম্পূর্ণ বন্ধ হবে দিন কয়েকের মধ্যেই। সিন্ডিকেটে রাজের দোষীদের সাজা হবে, পার পাবে না কেউই। কেন্দ্রীয় সংস্থার পাশাপাশি রাজ্যের পুলিশ বিভাগের কাছে যে সব তথ্য প্রমাণ বা অভিযোগ রয়েছে সেগুলিও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এই সরকারের আমলে, যার কিছু নিদর্শন ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষ দেখতে পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ,আগামী দিনে কালো অধ্যায় গুলো সম্পূর্ণ শেষ হবে, মন্তব্য দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি, যিনি দীর্ঘ সময় ধরে সোচ্চার ছিলেন এবং মাঠে লড়াই করেছেন জেলার দুর্নীতি এবং সক্রিয় সিন্ডিকেট সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে। চন্দ্রশেখরের কথায়, তাঁর লড়াই ছিল হাজার কোটি টাকা তছরুপের বিরুদ্ধে যেটা হয়েছে গত পাঁচ বছরে কয়লা, বালি পাচার, লিফটিং, ইসিএল-এর বেধ ট্রান্সপোর্টের কাছে দাদাগিরি ট্যাক্স, গরু পাচার, জমি মাফিয়াগিরি থেকে। তাঁর কথায় বহু তথ্য প্রমাণ সহকারে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও আগের সরকারের আমলে তাঁরা বোধহয় মূক ও বধির হয়ে থাকাটাই পছন্দ করতেন। সিন্ডিকেটের মাথারা প্রতি দিন জন পিছু আনুমানিক ছয় লক্ষ টাকা করে হিসেব বুঝে নিতেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু সূত্র বলেছিলেন যে এই সিন্ডিকেটের লভ্যাংশ পৌঁছয় কলকাতায় কর্মরত কোনো উচ্চ আধিকারিক এর কাছে। কাজ সচল রাখার জন্য কিছু পুলিশ আধিকারিক যারা একসময় পশ্চিম বর্ধমান জেলার পার্শ্ববর্তী জেলায় কর্মরত ছিলেন তাদের কাছেও বখরা পৌঁছত ঠিক সময়।

বিষয়ক চন্দ্রশেখরের পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে সিন্ডিকেট এবং বেআইনি বালি পাচারের প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছিল আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা এবং বর্তমান সরকারের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকেও। বহু দিন ধরে চলা সিন্ডিকেটের বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা গেছিল বিগত চার বছর ধরে। ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকে আসা কয়লা বিনা শুল্কে বর্ডার পার করা এবং

> **সিন্ডিকেট রাজের মৌরুসি পাট্টা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হবে কয়েকদিনেই।**
> **- চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি, বিধায়ক (দুর্গাপুর পূর্ব)**

বেআইনি বালি পাচারের মূল দায়িত্ব সিন্ডিকেটের, খুব স্বাভাবিক কিছু পুলিশ কর্মী এবং প্রশাসনের একাংশের মদত ছাড়া এই মহাযজ্ঞ সম্ভব নয়। প্রথম দিকে কিছু লোকের নাম সামনে আসলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে আসানসোল কমিশনারেটের কিছু ইন্সপেক্টর ও দু'জন সব ইন্সপেক্টরের নামেই চলতো সিন্ডিকেট। সূত্র মারফত খবর যে আসানসোল মহকুমায় থাকা পাঁচটি থানার কিছু পুলিশকর্মী সরাসরি অপারেশন ম্যানেজমেন্টের কাজ করতেন। কিছু আধিকারিকরা যোগাযোগ রাখতেন ক্যাশ স্ট্রিট বা ওখানকার কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি ও এক উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্মী যিনি শাসক দলের ঘনিষ্ঠ। ফলে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন চারজন ইন্সপেক্টর এবং দুই সাব ইন্সপেক্টর যার মধ্যে একজনের বাড়িতে ইতিমধ্যে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি দু'বার। হাজিরার নোটিসও জারি হয়েছে, অপর এক সাব ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডের কয়লা পাচারের জন্য গাড়ি পিছু নব্বই হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ জমা পড়েছে কিন্তু আজও অধরা। সূত্র মারফত খবর যে, ওই ব্যক্তি এক সময় হাওড়াতে কর্মরত ছিলেন এবং সেখানে এক ডেপুটি কমিশনারের স্নেহধন্য হন এবং তারই ছত্রছায়ায় আসেন অবৈধ নানা দু'নম্বর কাজের সঙ্গে যুক্ত। সূত্রের খবর, পুরোপুরি কর্পোরেট ধাঁচে চলতো এই সিন্ডিকেট। রাস্তা পার করার জন্য ফরমান জারি থাকত এবং অন্য কোনো থানা গাড়িগুলোকে আটক করলেও ফোন চলে যেত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে এবং গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হত। সূত্রের এও খবর যে প্রভাবশালী হওয়ায় এনারা তিন জেলার পুলিশ পোস্টিং এও হস্তক্ষেপ করতেন এবং অনেক সময় অর্থের বিনিময় অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রাইজ পোস্টিং করাতেন।

ইডি হেপাজতে থাকা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের প্রকাশিত বিপুল পরিমাণের সম্পত্তি থেকে আন্দাজ করা যেতেই পারে যে কয়েকমাস আগে চলা সিন্ডিকেটের একটা বিপুল পরিমাণ কালো অর্থের অংশ তিনি নিজের কাছে রাখতেন বাকি হয়তো এদিক ওদিক বণ্টন করতেন। এ বিষয়ে বা অন্য বিষয় ইডি মুখ না খুললেও আরেক সূত্র থেকে খবর যে ইডি আধিকারিকরা এই আসানসোল শিল্পাঞ্চল এবং কয়লাঞ্চলের বেশ কিছু ব্যবসায়ী এবং প্রাক্তন ও বর্তমান পুলিশ কর্মী এবং আধিকারিককে স্ক্যানারে রেখেছেন। এখন অবধি নতুন সরকারের পদক্ষেপে খুশি আপামর সাধারণ মানুষ। মুক বধির হয়ে থাকা পুলিশ প্রশাসনের একাংশ এখন তৎপর। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে এর নতুন সিপি ও প্রণব কুমারের সুযোগ্য নেতৃত্বে অনেক পুরোনো কেসের ফাইল খুলেছে। ইতিমধ্যেই বালি, কয়লা পাচার এবং জমি মাফিয়াদের ও ফাইল রয়েছে। একবার হিসেবটা করলে আন্দাজ করা যাবে আগের সরকার আমলে কত কত কোটি টাকার লেনদেন হত। কয়লা এবং বালি থেকেই রোজ ১৯ লক্ষ টাকা, অন্যান্য অর্থাৎ ঝাড়খণ্ডের শুল্কহীন লটারি এবং জমি থেকে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার লেনদেন হত। সবই বন্ধ হলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সূত্রের খবর যে অন্ধকার রাতের এবং হালকা টহলরত পুলিশের গাড়ির সুযোগ নিয়ে এখনও রোজ প্রায় দশটা ঝাড়খণ্ডের কয়লা গাড়ি পাচার হয়। জনৈক বসু বলে একজন পুলিশ আধিকারিকের মদতে এই কারবার চলছে। গাড়ি পিছু ৩৮ হাজার টাকার বিনিময়। পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ডের মাথা এবং পদাধিকারী শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের সঙ্গে কিছু পুলিশ আধিরাকিকের সক্ষমতা গড়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক এবং সেই সব পুলিশের মধ্যে যাদের আয় বহির্ভূত বিশাল সম্পত্তির হদিস পাওয়া গেছে বা আন্দাজ করা হচ্ছে তাঁরাও যে ফিতের ফাঁসে আসতে পারেন।

এবার গণইস্তফা উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যে পালাবদল হতেই একের পর এক পুরসভায় ইস্তফা দিচ্ছেন কাউন্সিলররা। কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, ভাটপাড়া ও গারুলিয়ার পর এবার একই ছবি উত্তর ব্যারাকপুরে। ২৩ টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভায় ইতিমধ্যেই ১৫ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। প্রসঙ্গত, ২০১০ সাল থেকে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা তৃণমূলের দখলে ছিল। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর ব্যারাকপুরে ধরাশায়ী তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে ২৩ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৭ টি ওয়ার্ডেই তৃণমূল পরাজিত হয়েছে। গণ ইস্তফা নিয়ে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান মলয় ঘোষ বলেন, বিধানসভা নির্বাচনে জনমত তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। তাই ব্যাক্তিগতভাবে মনে করি, চেয়ার আগলে বসে থাকা উচিত নয়। নতুনদের সুযোগ দেওয়া উচিত। আশা করছি, নতুন সরকারের আমলে মানুষ আরও বেশি পরিষেবা পাবে। তিনি জানান, ২৩ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৫ জন কাউন্সিলর ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। বাকিরাও পদত্যাগ করবেন। পুরপ্রধানের কথায়, ইস্তফার বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলীয় সাংসদের সঙ্গে তাঁদের কারও কথা হয়নি। দলের কাউকে তিনি ফোন করেননি। এমনকী দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে তাঁদের কেউ ফোনও করেননি। উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার গণ

ইস্তফা নিয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পরাজয়ের পর তৃণমূলের কাউন্সিলরেরা কেউই পুরসভায় যাচ্ছেন না। তিনি জানান, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভায় সবচেয়ে বড় সমস্যা ময়লা আবর্জনা অপসারণ। পুর অঞ্চলের নোংরা-আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই। তাঁর অভিযোগ, পুরসভার অধীনস্থ হাসপাতালের পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে। ডায়ালিসিস ইউনিট চালুর জন্য তিনি তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থ প্রদান করেছিলেন। অথচ ডায়ালিসিস ইউনিট চালু হয়নি। তাঁর কথায়, এখানে প্রশাসক বসিয়ে মানুষের পরিষেবা সচল রাখা হবে। তাঁর দাবি, সারা বাংলায় সমস্ত পুরসভা বিরোধী শূন্য। পুলিশের সাহায্য নিয়ে ওরা ভোট লুঠ করে জিতেছিল। কিন্তু এখন মানুষ ওদের প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই ওরা সকলেই পদত্যাগ করছেন।

এবার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে নৈশভোজ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রশাসনে আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে সক্রিয় শুভেন্দু অধিকারী। এবার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে বিশেষ নৈশভোজের আয়োজন করলেন তিনি। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র সৌজন্য বিনিময় নয়, বরং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের নতুন বার্তা।

নবান্ন সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় আলিপুরের সৌজন্য সভাগৃহে এই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সেখানে রাজ্য সরকারের শীর্ষ আমলাদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, গত কয়েক বছরে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাতের জেরে দুই প্রশাসনের মধ্যেও দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। তার প্রভাব পড়েছিল কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে শুরু করে সমন্বয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও। নতুন সরকার সেই পরিস্থিতি বদলে প্রশাসনিক সম্পর্ককে আরও স্বাভাবিক ও কার্যকর করতে চাইছে। ক্ষমতায় এসেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সামাজিক ও স্বাস্থ্য প্রকল্প চালুর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আয়ুষ্মান ভারত থেকে শুরু করে ১০০ দিনের কাজ; একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই কারণে প্রশাসনিক স্তরে সমন্বয় বাড়ানো এখন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বলেই মনে করা হচ্ছে।

ইছাপুর-মৌরিগ্রাম নতুন বাস পরিষেবার উদ্বোধনে বিধায়ক অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার ইছাপুর স্টোর বাজার থেকে হাওড়া জেলার মৌরিগ্রাম পর্যন্ত নতুন বাস পরিষেবা চালু হল। সবুজ পতাকা নেড়ে এই বাস পরিষেবার উদ্বোধন করেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। দীর্ঘদিনের চাহিদা অনুযায়ী এই বাসরুট চালু হওয়ায় ভীষণ খুশি ইছাপুরের মানুষজন। নতুন বাস পরিষেবার উদ্বোধন করে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, ভোটের সময় যখন তিনি বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করেছিলেন, সেই সময় ইছাপুরের অনেকেই তাঁকে মৌরিগ্রাম পর্যন্ত বাস চালুর দাবি করেছিলেন। বাসিন্দাদের সেই দাবি মেনে এদিন তিনি নতুন বাস পরিষেবা চালু করেন। বিধায়ক জানান, বাসিন্দাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে আগামীদিনে তিনি আরও কয়েকটি নতুন বাসরুট চালু করবেন। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল সরকার মানুষের জন্য কিছুই করেনি। তাই মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। তাঁর কথায়, ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোডে একটাও বাস নেই। আগে ৮৫ নম্বর রুটে ৮৫ টি বাস চলতো। এখন অতি প্রাচীন এই বাসরুট প্রায় বন্ধের পথে।

সরকারে নেই তৃণমূল কংগ্রেস, কিন্তু থেমে নেই সংগঠনের লড়াই। নির্বাচনী ফল বিশ্লেষণ থেকে আগামী দিনের রণকৌশল; উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলের সাংগঠনিক বৈঠকে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তাই স্পষ্ট। উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সভায় বক্তব্য রাখেন ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার।

সংস্কৃতির মঞ্চ থেকে জনসংযোগ, রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় হিমাংশু সরকার

শ্যামনগর: শ্যামনগর নিরঞ্জন সেন পল্লি অধিবাসী বৃন্দের উদ্যোগে আয়োজিত রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা যেন শুধুই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকল না, তা পরিণত হল এলাকার মানুষের মিলনমেলায়। আর সেই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন বিজেপি নেতা হিমাংশু সরকার। সংগঠনের সদস্য, শিল্পী ও শ্রোতাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে একাধিক মুহূর্ত ভাগ করে নেন তিনি। অনুষ্ঠান ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যেও ছিল প্রবল উৎসাহ। প্রায় চার দশকের রাজনৈতিক জীবনে কোভিড পরিস্থিতি থেকে আমফানের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সব ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কারণে তাঁর আলাদা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মঞ্চের বাইরে সামাজিক ও মানবিক উদ্যোগেও সক্রিয় থাকার কারণেই এখনও এলাকার বহু মানুষের কাছে তিনি আস্থার মুখ। তৃণমূলের রাজত্বের সময়ই বিতৃষ্ণায় দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন হিমাংশু সরকার, কিন্তু মানুষ যে তাঁর পাশে আছেন তা আবারও প্রমাণিত।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ১৪০তম জন্মবার্ষিকীতে বিধানসভায় শ্রদ্ধা জানালেন জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের নতুন বিজেপি বিধায়ক ডাঃ রাজেশ কুমার। দেশকে স্বাধীন করতে রাসবিহারীর আজীবন সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাও স্মরণ করা হয় অনুষ্ঠানে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Brij Nangalia** S/O Radha Krishan Nangalia, resident of Vyom, Block 2/1, Flat-2A, 2nd floor, 49A Manmohan Banerjee Road, Behala, Kolkata, West Bengal-700038, do hereby declare that I have changed my name from Brij Nangalia to Brij Mohan Nangalia and henceforth I shall be known as Brij Mohan Nangalia in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25.05.2026. Brij Mohan Nangalia and Brij Nangalia both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I ASGARI BEGUM w/o SK Mannan, residing at 16/1B, Topsia Road South, P.O - Gobinda Khatick Road, P.S. Topsia, Kolkata - 700046 vide an Affidavit no 44625 before the 1st class Judicial Magistrate Alipore on 20/05/2026 that SK SOFI, SK SHAFI and SAFIUDDIN is the same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 22/05/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 32 নং এফিডেভিট বলে আমি Shatrughan Sharma S/o. Jagadish Sharma ও Satrughan Sharma S/o. J. P. Sharma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8049 নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Kabirul Islam ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md. Samsul Islam ও Sk. Samsul Islam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

Change of Name

I, **TONUJA BIBI** W/o **Sk Basad Ali**, R/o at - Kalaikunda (CT), Dhuliapata, P.O.- Rakhajungle, P.S.- KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur, W.B.- 721 301, solemnly affirm and declared that in my son's birth certificate vide Regi. No.- MMCH/58058/8172 on dtd. 07/09/2015 issued by MMCH, my husband's name has been wrongly recorded as **'SK BASER'** instead of his actual/correct name with surname i.e. **SK BASAD ALI** as declared In the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No.- 14110 dated 25/11/2025, which liable to be corrected. **SK BASAD ALI** and **SK BASER** is same and one identical person.

Change of Name

I, **Gautam Ghosh** S/o **Avijit Ghosh**, residing at - Chandipur, Ward No.- 11, P.O.- Rakhajungle, P.S.- KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur, W.B.- 721 301, solemnly affirm and declared that in my Driving Licence vide No.- MH1220120046088 on dated 21/06/2012 issued by A.R.T.O KGP my father's name has been wrongly recorded as **'X'** instead of his actual/correct name with surname i.e. **Avijit Ghosh** as declared Before the Notary Public at Kharagpur vide Affidavit No.- N/16 dated 12/05/2026, which liable to be corrected. **Gautam Ghosh** S/o **Avijit Ghosh** and **Gautam Ghosh** S/o **'X'** is same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে মে। ১১ ই জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গল বার। দশমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলে র ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ, দিবা ৭০৩ গতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ । বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবস)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত মুলুক নিবাসী শুভেন্দু ঘোষ পিতা মানিক চন্দ্র ঘোষ ও সেলিনা বেগম স্বামী নূর আলম জেলা বীরভূম থানা বোলপুর অন্তর্গত ১২৬ নং জে.এল. ভুক্ত গোবিন্দপুর মৌজাস্থিত এল.আর. ১৬২৮, ২৭৫০ ও ২৭৫৩ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ১১৭৯/১৫৪৩ নং দাগের ৩৮ শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত সেখ আজমহল হক পিতা আল্লারাখা সেখ, সাকিম ও পোষ্ট- মুলুক, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম-কে ADSR Bolpur অফিসের ২০২২ সালের ১ নং বহির ৩৬৪৯ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে সেখ আজমহল হক গোবিন্দপুর মৌজার ১৬২৮, ২৭৫০ ও ২৭৫৩ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ১১৭৯/১৫৪৩ নং দাগের ১০.৪৩ শতক সম্পত্তি নানুর থানার অন্তর্গত পালিটা গ্রাম নিবাসী নূর আলম পিতা মহঃ আসরাফ আলি ও বোলপুর নতুনপুকুর নিবাসিনী আয়েসা বেগম স্বামী সেখ কলিমুদ্দিন-কে বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ২০২২ সালের ৪৬১৯ নং কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

Raghunath Dutta Advocate
Bolpur Court, Birbhum

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipore
Succession Certificate
Case No. 18/2025
নাবালিকা - সানভী সামন্ত ও আলো সামন্ত ...... দরখাস্তকারিনীগন

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে অত্র দরখাস্তকারিনীগন মৃত **সমিত সামন্ত** ওয়ারিশগন বিধায় অত্র আদালতে তপশীল বর্নিত সম্পত্তির সাকসেকশান সার্টিফিকেট লইবার নিমিত্ত অত্র কেস দায়ের করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে নিজে অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য দ্বারা মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

1. Public Provident Fund Account No - 31617135905 at State Bank of India, Rabindra Nagar Branch, Midnapore. **Total Rs.1,17,264/- (One lakh seventeen thousand two hundred sixty four only)**
2. Demat Account **IN30302857961320** Market Value Rs. 59756.45 as on04.06.2022.
3. N.P.S. Pran No - 110003534391.

বরুন কুমার সাঁতরা (সেরেস্তাদার)
জেলা ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিকেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর। 14/5/26

বিজ্ঞপ্তি

In the 2nd Court of Civil Judge (Sr. Division), Paschim Medinipur
Title Suit No. 202/2024
শ্রী নিরাপদ ভান্ডারী দীং ... বাদিগন
বনাম
সেক আব্দুল আলি দীং..... বিবাদীগণ

To,
৮। **সেক জিয়াবুল খান**, পিতা - নুর মহম্মদ খান, গ্রাম- মারখা, পোঃ গোলাড়, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং- ৭২১২৬০। **১০। বামাপদ ভান্ডারি, ১১। শ্যামাপদ ভান্ডারি,** উভয়ের পিতা -৺পঞ্চানন ভান্ডারি, গ্রাম- মাকুলচক, পোঃ- নেড়াদেউল, থানা - কেশপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২৬০। **১২। নিলিমা বারিক (মাহাত),** স্বামী - সুদন চন্দ্র মাহাত, গ্রাম- বিবেকানন্দ নগর, পোঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালি, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১। **১৩। মাসুদ আজাহার মন্ডল,** পিতা- বসিরুদ্দিন, গ্রাম - শশাবনি, পোঃ- মোহবনি, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২৬০। **১৬। সুভাস পাত্র,** পিতা - ৺নিরঞ্জন পাত্র, **১৭। সঞ্জয় পাত্র,** পিতা- সুভাস পাত্র, উভয় গ্রাম + পোঃ- ডুমুরতোড়, থানা- রাইপুর, জেলা- বাঁকুড়া। **১৮। সেক সরিফুল আলি,** পিতা- সেক গোলাম রসুল, গ্রাম- আসরাফপুর, পোঃ - অমৃতপুর, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৫০। **১৯। সেক রফিকুল আলি,** পিতা- সেক গোলাম রসুল, গ্রাম- আসরাফপুর, পোঃ- অমৃতপুর, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৫০। **২১। সেক রাজ্জাক আলি,** পিতা- সেক জয়দুল ইসলাম, **২২। সেক আব্দুল রহিম,** পিতা- সেক জয়দুল ইসলাম, গ্রাম- রনজিতা, পোঃ- গোলাড়, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনিপুর, পিন-৭২১২৬০। **২৩। সেক আসাদুল হক,** পিতা- সেক আইসান আলি, গ্রাম- জেটাজামবনি, পোঃ- মোহবনি, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২৬০। **২৫। কাজী মতিউর রহমান,** পিতা- কাজী বাসেদ আলি, গ্রাম মারখা, পোঃ- গোলাড়, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২৬০।

.... **বিবাদীগন**

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত আদালতে **শ্রী নিরাপদ ভান্ডারী দীং,** পিতা- ৺সত্যরঞ্জন ভান্ডারী, গ্রাম- মাকুলচক, পোঃ- নেড়াদেউল, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন ৭২১২৬০, বাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া আপনাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত নং মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছি। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুরগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কেশপুর, ১৮১ নং জে. এল. বড় কাউরচক মৌজার ৬৫, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২৩৭, ২৬৭, ৩০৮, ৩৭১, ৩৭২, ৩৮৮, ৩৯৩, ৪০০, ৪০৪, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৮, ৪১৯, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪০ ও ৪৭৫ নং খতিয়ান বর্ণিত

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমান
৬২	জল	১.১৭ একর

(খ) তপশীল সম্পত্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কেশপুর, ১৮১ নং জে. এল. বিশিষ্ট বাড়কাউরচক মৌজার ৪০৪ও ২৬৭ নং খতিয়ান বর্ণিত

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমান
৬২	জল	২৪.১৪৬ ডেসিমেল ৭.৮৮৮ ডেসিমেল

ইতি- অনুমত্যানুসারে
সুপ্রিয় পাত্র (সেরেস্তাদার),
দ্বিতীয় সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন
আদালত, মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **পান্না রায়**, পিতা- মৃত রাজেশ্বর রায়, সাং-৪৬৭, পোড়ামাতলা রোড উত্তর, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক ও স্বত্বদখলিকার হইতেছে, যাহা গত ইংরাজী ২০২২ সালে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস নবদ্বীপ এ রেজিস্ট্রিকৃত ২১২৮ নং দানপত্র দলিল এবং ১৯৯৯ সালে কৃষ্ণনগরস্থিত ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার নদীয়া অফিস এ ৩২৭০ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখলে স্বত্ববান থাকা অবস্থায় ইংরাজীর ১৯/০৯/২০২৫ তারিখে পোড়ামাতলায় জেরক্স করিতে যাওয়ার পথে উক্ত দলিল সহ অন্যান্য দরকারী কাগজপত্র হারাইয়া যায়। এই বিষয়ে নবদ্বীপ থানায় একটি জেনারেল ডায়েরী করিয়াছে, নম্বর GDE/462, dated 19/09/2025, এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রি অফিস হইতে উক্ত দলিলের ডুপলিকেট/সার্টিফায়েড কপি পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছে। উক্ত সার্টিফায়েড কপি/ডুপলিকেট কপি ভবিষ্যতে অরিজিনাল দলিল হিসাবে গণ্য হইবে, এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী আইনজীবীর অফিসে জানাইতে হবে অন্যথায় সার্টিফায়েড/ডুপলিকেট কপি সর্বোত্র অরিজিনাল হিসাবে গণ্য হইবে। **ক তপশীল:** জেলা নদীয়া থানা ও এ ডি এস আর অফিস নবদ্বীপ, মৌজা- ২০ নম্বর নবদ্বীপ, উত্তর পোড়ামাতলা রোড, ৩ নং ওয়ার্ডের, ৪৬৭ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি যাহার সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুযায়ী খতিয়ান নং- আর.এস- ৫০৯, এল.আর- ১০৯০০, ১১৪৮৪, দাগ- আর.এস- ২৭২৮, এল.আর- ৫১৮৪, রকম- বাড়ী, এড়িয়া- ১.০৬৭ শতক এবং ০.৫৩৩ শতক। **খ তপশীল:** জেলা নদীয়া থানা ও এ ডি এস আর অফিস নবদ্বীপ, মৌজা- ২০ নম্বর নবদ্বীপ, পোড়ামাতলা রোড, ৩ নং ওয়ার্ডের, ৪৬৪ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি যাহার সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুযায়ী খতিয়ান নং- আর.এস- ১৭৭৬, এল.আর- ১৪৪৯২, দাগ- আর.এস- ২৭২৭, এল.আর- ৫১৮৩, রকম- বাড়ী, এড়িয়া- ৩ ১/২ শতক মধ্যে ২ ১/২ শতক।

SUJATA BISWAS, Advocate, District Judge Court, Nadia And Nabadwip Court

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
ম্যাট স্যুট নং ১৩০/২০২৫
দরখাস্তকারী: গায়েত্রী সেন সাহা
বনাম
প্রতিপক্ষ: গোকুল সাহা

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইংরেজী ২৭/০৩/২০২৬ তারিখে প্রতিপক্ষ **গোকুল সাহা** পিতা-মৃত কার্ত্তিক চন্দ্র সাহা, সাং-বৈষ্ণব পাড়া লেন,বড়াল ঘাট,পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া কে স্পীড পোষ্টে রেজিষ্ট্রী যোগে উপরোক্ত ঠিকানায় সমন দেওয়া হয় কিন্তু গত ইংরেজী ২৮/০৩/২০২৬ তারিখে 'অ্যাড্রেসি লেফট উইথআউট ইনস্ট্রাকশন' বলিয়া উক্ত সমনটি জারি না হইয়া নবদ্বীপ হেড পোষ্ট অফিসে ফিরিয়া আসে। বর্তমানে এই প্রতিপক্ষ কোথায় থাকে তাহার ঠিকানা দরখাস্তকারীর জানা নাই। উক্ত প্রতিপক্ষের কোনো রূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

আদেশানুসারে, **Pratim Chowdhury**
Bench Clerk
Addl. District & Sessions Judge
Nabadwip, Nadia, 14/05/26

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল রেজিস্ট্রিকৃত লিজ দলিল তারিখ ০৭.০৪.১৯৮৭ নথিভুক্ত বুক নং **১ দলিল নং ২৭১০-১৯৮৭ সালের, পরিতোষ কুমার প্রধানের** হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দিঘা থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৫৫৬ তারিখ ১৬.১২.২০২৩ দায়ের করা হয়েছে, এবং শ্রী পরিতোষ কুমার প্রধান পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের নিকট জামিন হিসেবে উক্ত লিজ দলিল দাখিলের প্রস্তাব করেছেন। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও আপত্তি বা কোনও দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে প্রামাণ্য নথি সহ লিখিতভাবে আপত্তি/দাবির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে পারেন সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে।

তারিখ : ২৫.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ইয়াসমিন বিশ্বাস (অ্যাডভোকেট)
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, হাওড়া শাখার পক্ষে
'সরাফ হাউস', একতলা, রুম নং ২৮
৪/১, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১
ই-মেল : biswasyasmin@gmail.com
মো : নং : ৯৩৩০২৫৭৭১৯

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্যামসুন্দর মন্ডল, ২)শ্রী দ্বীজেন মন্ডল, ৩)শ্রী প্রভাত মন্ডল, ৪)শ্রী বাসুদেব মন্ডল,** সকলের পিতা ৺যুগোল কিশোর মন্ডল, সকলের সাকিম এরেঙ্গা, জারুড়া, পোলবা, হুগলী, **৫)শ্রীমত্যা পুষ্পলতা দাস (মন্ডল),** স্বামী সুবোধ দাস, পিতা ৺যুগোল কিশোর মন্ডল, সাকিম মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৬)শ্রীমত্যা পারুল মন্ডল (সাঁতরা)** স্বামী ৺আনন্দ সাঁতরা, পিতা ৺যুগোল কিশোর মন্ডল, সাকিম অমরপুর, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **৭)শ্রীমতী মালতী মন্ডল (পাল),** পিতা ৺যুগোল কিশোর মন্ডল, সাকিম বি.সি. ভড় রোড, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, **৮)শ্রীমতী মাধবী মন্ডল (দাস),** স্বামী তপন দাস, পিতা ৺যুগোল কিশোর মন্ডল, সাকিম দিঘীর উত্তরপাড়, বেনেপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৮/০৪/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02330/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী মনোজিৎ মাঝি,** পিতা ৺সুফল মাঝি, সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ৩০/০১/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01099/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী স্বপন কুমার রায়,** পিতা ৺মনোরঞ্জন রায়, **২)শ্রীমতী মিনু রায়,** স্বামী শ্রী স্বপন কুমার রায়, উভয়ের সাকিম ১৯২, শ্রীরামপুর কলোনী, রাজ্যধরপুর, মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০৩, মহাশয়/ মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৭ ছটাক ৪৩ বর্গফুট পরিমিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা আকনা, ১৪ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৭৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৪১৯ তথা হাল এল.আর. ৪৮২ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ২ একর ১৭ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১ একর ০৯ শতক তন্মধ্যে ০১ কাঠা ০৭ ছটাক ৪৩ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলের আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী স্বপন কুমার রায়,** পিতা ৺মনোরঞ্জন রায়, **২)শ্রীমতী মিনু রায়,** স্বামী শ্রী স্বপন কুমার রায়, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী মনোজিৎ মাঝি, আমমোক্তার**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৬ মে ২০২৬, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, মঙ্গলবার

বোর্ড বাঁচাতে ময়দানে মমতা

■ বিধানসভার ধাক্কার পর এবার পুরসভার মাটি শক্ত করতে নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে কালীঘাটের বাড়িতে ডেকে পাঠালেন উত্তর শহরতলির চার পুরসভা ও বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র, চেয়ারম্যান, কাউন্সিলরদের। দমদম, উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম, বরানগর আর বিধাননগর; এই পাঁচ বোর্ডের রাশ এখনও তৃণমূলের হাতে। কিন্তু গেরুয়া হাওয়ায় ইস্তফা আর ভাঙনের ঢেউ উঠেছে। ভয়, নির্বাচিত বোর্ড হাতছাড়া হয়ে যায়। সেই আতঙ্ক ঠেকাতেই জরুরি বৈঠক। রবিবার সদ্য দমদম সাংগঠনিক জেলার মাথায় বসা মদন মিত্র নিজে চিঠি পৌঁছে দিয়েছেন প্রতিটি জনপ্রতিনিধির কাছে। গত সপ্তাহেই কলকাতার কাউন্সিলরদের নিয়ে বসেছিলেন নেত্রী। এবার জেলার পালা। দলীয় সূত্রের খবর, মমতার স্পষ্ট বার্তা; পরিষেবায় ফাঁক রাখা চলবে না। মানুষের পাশে থাকতে হবে প্রতিদিন। ভয় পেলে চলবে না। কারণ আইন বলছে, মাঝপথে নির্বাচিত বোর্ড ভাঙা যায় না। ভোটেই তার হিসেব হয়। এর মধ্যেই দক্ষিণ কলকাতা যুব সংগঠনে রদবদল। সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে মাথায় এলেন শ্রীদীপ দাস। পুরভোটের আগে ঘর গোছানোর চেষ্টা স্পষ্ট। বিধানসভার ভরাডুবির পর তৃণমূলের কাছে পুরসভাই শেষ দুর্গ। সেই দুর্গ বাঁচাতে কালীঘাট থেকেই শুরু হল লড়াই। কাউন্সিলরদের বুঝিয়ে দেওয়া হল, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। কারণ রাজনীতিতে দখল হারানো সহজ, ফেরানো কঠিন।

শেষ চিংড়িঘাটার মেট্রো-কাজ

■ কথা ছিল আরও দেরি হবে। হল উলটো। ভোর পাঁচটায় শেষ হাসি হাসল চিংড়িঘাটা। মেট্রোর ঝুলন্ত কাঠামো বসানোর কাজ সময়ের আগেই শেষ করে দেখাল কলকাতা মেট্রো। সঙ্গে ছিল রাজ্য সরকারের হাত। দুই সপ্তাহের ভোগান্তি কাটিয়ে সোমবার সকালেই ই এম বাইপাস ফিরল পুরনো ছন্দে। টানা দু'টি ছুটির দিনে রাত জেগেছে ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক, পুলিশ। নিরাপত্তার কড়া বেষ্টনীতে একটু একটু করে জোড়া লেগেছে গার্ডার। পরিকল্পনা ছিল, বেলা গড়ালে খুলবে রাস্তা। কিন্তু ভোরেই তুলে নেওয়া হল ব্যারিকেড। নিত্যযাত্রীরা বলছেন, অবিশ্বাস্য। এত তাড়াতাড়ি হবে ভাবিনি। এই সাফল্যের পিছনে রাজনীতি নয়, রয়েছে প্রশাসনিক বোঝাপড়া। কেন্দ্রের প্রকল্প, রাজ্যের রাস্তা; দুই পক্ষ হাত মেলানোয় আটকে থাকা কাজ গতি পেল। পালাবদলের পর এটাই প্রথম বড় যৌথ উদ্যোগ, যা দিনের আলো দেখল। চিংড়িঘাটা শুধু একটা মোড় নয়, শহরের শ্বাসনালী। এখানে এক ঘণ্টা জ্যাম মানে হাজার মানুষের সময় নষ্ট। সময় বাঁচিয়ে দেওয়াটাই আসল উন্নয়ন। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়, ভালো কাজকে ভালো বলার সাহসও সাংবাদিকতার ধর্ম। আজ সেই ধর্ম পালনের দিন। চিংড়িঘাটা বোঝাল, চাইলে সব পক্ষ একসঙ্গে ছুটতে পারে। সময়ের আগে, মানুষের জন্য।

তালা পড়ল আইপ্যাকে

■ ফল বেরনোর আগেই নিস্তব্ধ হয়েছিল সল্টলেকের অফিস। এবার শহর ছাড়ল সেই ভোট কৌশলী সংস্থা। একদা দলের চালিকাশক্তি, আজ তার ঝাঁপ বন্ধ। বাংলার রাজনীতিতে বড় বাঁকের ইঙ্গিত দিচ্ছে এই বিদায়। ঘাসফুল শিবিরের ভিতরে ক্ষোভ জমছিল বহুদিন। জেলা থেকে মন্ত্রিসভা; অনেকেরই অভিযোগ, নীতির কলকাঠি চলে যাচ্ছিল বাইরের হাতে। স্লোগান থেকে প্রার্থী তালিকা, সবেতেই বেড়েছিল পেশাদারদের প্রভাব। সেই চাপা অসন্তোষই ফেটে পড়ল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ইস্তফাপত্রে। নাম না করেও বার্তা দিলেন, মাটির গন্ধ না চিনে শুধু অঙ্ক কষে মানুষের হৃদয় ছোঁয়া যায় না। একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগকে কাঠামো দিয়েছিল এই সংস্থা। ২০২১-এর পর তাদের দাপট এমন জায়গায় পৌঁছয় যে পুরনো নেতারাই কোণঠাসা বোধ করেন। পাড়ার চায়ের দোকান থেকে রাজনীতি ঢুকে পড়ে বন্ধ ঘরের পর্দায়।

ভারত চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হল বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে। ছবি: অদিতি সাহা

গরিব সেজে রূপশ্রীর আবেদন, সরেজমিনে তদন্তে ধরা পড়ল কারচুপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: বিধাননগর পুরসভায় রূপশ্রীর আবেদন গ্রহণ করে তদন্ত শুরু হতেই সামনে এল বিস্ফোরক তথ্য। কারণ, পুরসভার আধিকারিকেরা সরেজমিনে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারেন, তরুণীর বাবা মোটেও গাড়িচালক নন। তিনি আসলে দু'টি গাড়ির মালিক। শুধু তাই নয়, বাড়িতে এসি, দেওয়ালে লক্ষ টাকার স্মার্ট টিভি, মডিউলার কিচেন সহ বাড়িতে রয়েছে আরও অনেক কিছুই। এই ঘটনা সামনে আসার পর তরুণীর আবেদন বাতিল করেছে দপ্তর। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের কাজ না করেন, সে ব্যাপারে সতর্কও করা হয় তাঁকে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর বাড়ি কৈখালি এলাকায়। সম্প্রতি তিনি নিজেই সল্টলেকে গিয়ে 'রূপশ্রী' প্রকল্পের বিভাগে আবেদন করেন। এই প্রকল্পে কারা আবেদন করতে পারেন, তার নির্দিষ্ট তালিকা দেওয়া আছে বিভাগগুলিতে। গাইডলাইন অনুযায়ী, যেসব পরিবারের আয় বছরে দেড় লক্ষ টাকার কম, সেই সব পরিবারের তরুণীরাই 'রূপশ্রী'র আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও প্রথম বিয়ে হতে হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী দু'জনকেই বিবাহযোগ্য হতে হবে। যে কোনো আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এরকম কয়েকটি বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। আবেদনের পর সরকারি কর্মীরা সরেজমিনে তদন্ত করেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আর্থিক সহায়তার অনুমোদন মেলে। তারপর এককালীন ২৫ হাজার টাকা পাত্রীর অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আবেদন পেয়েই পুরসভার তরফে 'রূপশ্রী' প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক সহ দু'জন কর্মী তদন্তে যান। তাঁরা গিয়ে দেখেন, পরিবারটি মোটেও গরিব নয়। এই প্রসঙ্গে বিধাননগর পুরসভার ওই আধিকারিক এও জানান, 'গরিব সেজেই আবেদন করেছিলেন তরুণী। গিয়ে দেখলাম, দু'টি গাড়ির মালিক ওঁরা। ভাড়ায় গাড়ি দেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই আবেদন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি টাকা যাতে কোনোভাবেই অপচয় না হয়, তার জন্য আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই এভাবে তদন্ত করি।'

মেয়রকে বাদ রেখেই কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা বেহালার দুই বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুর-বোর্ডকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি কমিশনারের কাছে হাজির বেহালার দুই বিজেপি বিধায়ক। সোমবার কলকাতা পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের ঘরে বসলেন বেহালা পূর্বের শঙ্কর শিকদার ও পশ্চিমের ইন্দ্রনীল খাঁ। দাবি একটাই; বেহালার বেহাল দশা ঘোচাও। বর্ষা এলেই ডুবে যায় বেহালা। কোথাও তিন দিন, কোথাও সাত দিন জল দাঁড়িয়ে থাকে। ভাঙা রাস্তা, নিকাশির বেহাল অবস্থা, অসমাপ্ত কেইআইআইপি-র কাজ, সব নিয়েই ক্ষোভ উগরে দিলেন দুই জনপ্রতিনিধি। কমিশনার দ্রুত ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন বলেই দাবি তাঁদের। ওয়ার্ড ধরে আলোচনা হয়েছে, আগামী তিন-চার বছরে ছবি বদলানোর কথাও উঠেছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে অন্যত্র। কেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম নন, কেন সরাসরি কমিশনার? বিধায়কদের সাফ জবাব, ১৫ বছর যাঁরা কিছু করেননি, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে লাভ কী? পাল্টা খোঁচা দিলেন প্রাক্তন সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেও; একদা তাঁর এলাকায় কেন উন্নয়ন হল না? বেহালায় এই প্রথম জয়ী হয়েছে বিজেপি। পুরবোর্ড এখনও তৃণমূলের দখলে। ফলে রাজ্য রাজনীতির নতুন সমীকরণে এই বৈঠক নিছক প্রশাসনিক নয়। ক্ষমতা বদলের পর বিরোধী বিধায়কদের এই সক্রিয়তা স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে; শাসক বোর্ডকে চাপে রাখতেই আমলাতন্ত্রের দ্বারস্থ হচ্ছে বিজেপি।

কমিশনার সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও, মেয়র-কমিশনারের সমন্বয় ছাড়া মাঠে কাজ কতটা নামবে, তা নিয়েই সংশয়। বেহালার জল-যন্ত্রণা মেটাতে রাজনীতির জল কতটা ঘোলা হয়, সেটাই এখন দেখার।

পেট্রোল থেকে বুলডোজার, কেন্দ্রকে বিঁধে সরব তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জ্বালানির দাম, হকার উচ্ছেদ, ভোটার তালিকা সংশোধন; সব নিয়েই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগল তৃণমূল। সোমবার দলের সদর দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষ ও বাবুল সুপ্রিয় একযোগে নিশানা করলেন বিজেপি সরকারকে। বাবুলের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সামান্য নমুনার ভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ দেওয়া চরম অন্যায়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।

বকরি ইদের আগে কসাইখানা বন্ধ ও হকার উচ্ছেদ নিয়েও সরব হন তৃণমূল নেতৃত্ব। বাবুলের কটাক্ষ, নোটি ছাড়া বুলডোজার চালানো বাংলায় চলবে না। এটা নোটবন্দি, আচমকা লকডাউনের মতোই গরিবের পেটে লাথি। তাঁর মতে, বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ অমানবিক। কুণাল ঘোষের নিশানায় জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি। তাঁর দাবি, ভোট মিটতেই চতুর্থবার দাম বাড়িয়েছে কেন্দ্র। কলকাতায় পেট্রলের দাম দিল্লির চেয়ে সাড়ে এগারো টাকা বেশি। যুদ্ধের অজুহাত মানতে নারাজ তিনি। বললেন, ২০১৪ থেকেই দাম বাড়ছে। কেন্দ্র নিজের কর কমাক, লাভের টাকা জনগণকে ফেরাক। ডিটেনশন শিবির নিয়েও আপত্তি তুলল তৃণমূল। কুণালের বক্তব্য, সীমান্ত পাহারার দায় বিএসএফ-এর। তারা ব্যর্থ হয়ে রাজ্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। এসআইআর-এ বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের হেনস্তা করতেই এই শিবির, আশঙ্কা তাঁর। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, মোদির সাংবাদিক বৈঠক না করা, ফলতার পুনর্নির্বাচনে বামেদের হার; সব নিয়েই খোঁচা দিল তৃণমূল। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধিতার সুর আরও চড়া করল ঘাসফুল শিবির।

হালিশহরে শক্তি মায়ের পুজো দিয়ে অশুভ শক্তি নাশের প্রার্থনা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার হালিশহরে সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতি বিজড়িত কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে সমাজে আচমকা গজিয়ে ওঠা অশুভ শক্তি নাশের প্রার্থনা করলেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। সঙ্গে ছিলেন বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে আজ সুদীপ্ত বিধায়ক হয়েছে। অপরদিকে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, হালিশহরের বিশিষ্টজনদের সঙ্গে নিয়ে সাধক রামপ্রসাদের ভিটেকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা হবে। এদিন হাজির ছিলেন হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু

দাস। পুজো দিয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, রামপ্রসাদের ভিটে অত্যন্ত জাগ্রত। সুদীপ্ত জেল থেকে ছাড়া পাবার পর মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যাতে ওকে বিধায়ক করা যায়। সাহানি, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সন্তোষ রায়, বীজপুর-৩ ও ৪ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে অঞ্জন দাস ও অমিত চৌবে, রাজু দাস, চিকিৎসক ভবানীপদ গাঙ্গুলি প্রমুখ।

স্বস্তির খবর, বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিহারে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। আর এই ঘূর্ণাবর্ত অঞ্চল থেকে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত গেছে অক্ষরেখা। যার প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে দক্ষিণবঙ্গে। সেই কারণে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে চলছে আর্দ্রতাজনিত তীব্র অস্বস্তি। তবে এই অস্বস্তি থেকে মুক্তির স্বস্তির খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। সম্ভাবনা রয়েছে কালবৈশাখীরও। যার জেরে শনিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। তবে

এই স্বস্তির বৃষ্টি নামার আগে মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের মানুষকে তীব্র গরমে নাজেহাল হতে হবে। তবে মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাণান্তকর অবস্থা হবে দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে গরমের বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে মঙ্গলবার বিকেলের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বাড়তে পারে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার থেকে শনিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি বদলাবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জেলাতেই কালবৈশাখী ঝড়, প্রবল বজ্রপাত এবং সেই সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জেরে আগামী শনিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা প্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যেতে পারে। অন্যদিকে বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গে। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে। তারপরে ফের উত্তরবঙ্গে বাড়তে পারে বৃষ্টির প্রবণতা। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক মাত্রাতেই রয়েছে।

খোয়া গেছে মোবাইল, দাবি প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনুর

উসকে দিল বড়ঞার জীবনকৃষ্ণের ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শান্তনু সিংহ বিশ্বাস ১৫ মে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে যখন এসে পৌঁছন, তখন তাঁর কাছে তার দু'টি মোবাইলের একটিও ছিল না। ফলে তাঁকে গ্রেপ্তারের পরেও তার কাছ থেকে কোনও মোবাইল বাজেয়াপ্ত হয়নি। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, তদন্তকারী আধিকারিকেরা শান্তনুর কাছে মোবাইল কোথায় তা জানতে চাইলে তিনি জানিয়েছেন, মোবাইল হারিয়ে গিয়েছে। যদিও সঙ্গত কারণে সেই কথা আদৌ বিশ্বাস করতে রাজি নন গোয়েন্দারা। অন্যদিকে পুলিশকর্তা শান্তনু যে মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন, সেই জমি দখল মামলাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ব্যবসায়ী জয় কামদারকে। তাঁর কাছ থেকেও উদ্ধার হয়েছে মোবাইল এবং সেই মোবাইল থেকে এই তদন্তের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি ইডি আধিকারিকদের। জয় কামদারের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট থেকে সোনা পাপ্পু এবং শান্তনুর সঙ্গে যোগাযোগ এবং জমি জোর করে দখল করা সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রমাণ উদ্ধার করেছেন গোয়েন্দারা। একইসঙ্গে সম্প্রতি শান্তনু-ঘনিষ্ঠ কলকাতা পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর রহুল আমিনের বাড়ি তল্লাশি করার পরেও বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর ফোন। কিন্তু শান্তনুর মোবাইল শুরু থেকেই বেপাত্তা। আর এই ঘটনা উসকে দিয়েছে, বড়ঞার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা শিক্ষায় দুর্নীতি মামলায় প্রমাণ লোপাটের চেষ্টাকে। কারণ, রাতে ইডি তল্লাশির সময় মোবাইল পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন। সেই একই ভাবে

মোবাইল গায়েব করে প্রমাণ লোপাটের ছকে পুলিশকর্তা শান্তনু সিংহ বিশ্বাসও, এমনটাই ধারনা ইডির আধিকারিকদের।

শান্তনুর ফার্ন রোডের বাড়িতে তল্লাশির পর থেকেই কার্যত বেপাত্তা ছিলেন এই পুলিশকর্তা। গোয়েন্দাদের অনুমান, ৯ মে সরকার বদলের পরেও ১৫ মে পর্যন্ত নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার অনেকটা সময় পান শান্তনু। পেশাদারি অভিজ্ঞতা থেকে যে কোনও পুলিশকর্তাই জানেন, বর্তমানে যে কোনও অপরাধের কিনারা করতে অভিযুক্তের মোবাইল একটা বড় হাতিয়ার। মোবাইলে লুকিয়ে থাকে অনেক তথ্যপ্রমাণ।

আর সেই কারণেই শান্তনুও বিলক্ষণ জানেন, তাঁর দু'টি মোবাইল অনেক তথ্যপ্রমাণের খনি। কেবল এই মামলার নয়, আরও অনেক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস হতে পারে তাঁর মোবাইল থেকে। তিনি যদি মোবাইলের সমস্ত তথ্য ডিলিটও করে দেন, তা হলেও তা আধুনিক ফরেনসিক পরীক্ষায় ধরা পড়বে। মুছে যাওয়া তথ্য পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাও যেমন থাকবে, সেই সঙ্গে তথ্য প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ জোরালো হবে শান্তনুর বিরুদ্ধে। তাই মোবাইল ছাড়াও ইডি আধিকারিকদের কাছে হাজিরা দেন শান্তনু।

তবে এত কিছু করেও, নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ খণ্ডাতে পারেননি তিনি। কারণ, ইডি আধিকারিকেরা জানতে চান, দুটো ফোন হারিয়ে যাওয়ার পর পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ জানিয়েছেন কি না শান্তনু। শান্তনুর দাবি তিনি অভিযোগও দায়ের করেননি। এদিকে ইডি সূত্রে এ খবরও মিলেছে, তদন্তকারী আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন, শেষ কোন জায়গায় শান্তনুর মোবাইলগুলো সচল ছিল। সেই তথ্য ধরেই মোবাইল খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা।

বাতিস্তম্ভের লাইট ভেঙে পড়ে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হেস্টিংসে বাতিস্তম্ভের লাইট ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল ৬ বছরের শিশুর। মৃতের নাম গুড়িয়া খাতুন। জানা গিয়েছে, সকালে খেলার সময় ওই শিশুর উপর লাইট ভেঙে পড়ে। তার জেরে গুরুতর আহত হয় সে। সঙ্গে সঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনায় রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন পরিবার থেকে স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সকাল ৭টা। ঘুম থেকে উঠেই খেলায় মগ্ন ছিল বছর ছয়েকের গুড়িয়া। প্রতিদিনের মতো ওই বাতিস্তম্ভের নীচেই খেলছিল সে। ঠিক সেই সময় একটা লাইট খুলে ওই শিশু কন্যার মাথার উপর পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় লুটিয়ে পড়তে দেখাও যায় মাটিতে। রক্তে ভেসে যায় রাস্তা। পরিবারের দাবি, সেই সময়ই মৃত্যু হয়েছিল গুড়িয়ার। এরপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরাও গুড়িয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরিবারের দাবি, প্রতিদিনের মতোই খেলা করছিল গুড়িয়া। একা একাই খেলত সে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল বুঝতে পারছেন না। গোটা ঘটনায় রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। পরিবারের দাবি, রাস্তায় যে লাইট খুলে পড়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে একেকটা লাইটে তিনটে করে ফুটো আছে। আর তাতে মাত্র একটা নাট লাগানো আছে। বাকি দু'টো নাট কোথায় তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। আর এদিনের এই ঘটনার পর একটা নাটই পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে রাস্তায়। এই ঘটনারই প্রেক্ষিতে বাতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রাও।

তোলাবাজির অভিযোগে তৃণমূল নেতাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: তোলাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় সল্টলেকের সিএ মার্কেট চত্বরে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় এবং দোকান পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা নেওয়ার অভিযোগ তোলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। আর এই অভিযোগের আঙুল ছিল এক কাউন্সিলর-ঘনিষ্ঠ স্থানীয় তৃণমূল নেতা চন্দন ভট্টাচার্যের দিকেই। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র বাদানুবাদের মধ্যেই ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের একাংশ রাস্তাতেই তাঁকে ঘিরে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সল্টলেকের সিএ মার্কেট পরিদর্শনে যান বিধাননগর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। সেই সময়ই উপস্থিত ব্যবসায়ীরা বিধায়কের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা তুলছিলেন চন্দন ভট্টাচার্য। শুধু তাই নয়, মার্কেটে দোকান পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। আর এই অভিযোগ

ব্যবসায়ীদের একাংশ জানান সরাসরি বিধায়কের কাছেই। এরপরই শারদ্বত মুখোপাধ্যায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে ঘটনাস্থলে ডেকে পাঠান বলে স্থানীয়দের দাবি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হন চন্দন ভট্টাচার্য। তবে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা চন্দন ভট্টাচার্য ব্যবসায়ীদের অভিযোগ অস্বীকার করতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন ব্যবসায়ীদের একাংশ। মুহূর্তের মধ্যে চন্দন ভট্টাচার্যকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু হয় বলে অভিযোগ। এরপর পুলিশকর্মীরা ঘটনায় দ্রুত হস্তক্ষেপ করে অভিযুক্ত নেতাকে উদ্ধার করেন এবং তাঁকে বিধাননগর উত্তর থানায় নিয়ে যান। পুলিশ সূত্রে জানা এও গিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগকারীদের বক্তব্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । যদিও এই ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির বহু অভিযোগ এসেছে। সবটাই পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ অভিযোগ খতিয়ে দেখছে।

সম্পাদকীয়

কুর্সি যেতেই আলগা হচ্ছে নেত্রীর রাশ, পুরসভাগুলিতে চলছে ইস্তফার হিড়িক

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি হারাতেই দলের ওপর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাশ ক্রমশ আলগা হচ্ছে। ফল ঘোষণার কুড়িদিন পর হাজার চেষ্টা করেও এটা আর লুকাতে পারছে না তৃণমূল শিবির। হারার পর তৃণমূল মুখপাত্ররা রীতিমতো জোর গলায় বলছিলেন, মনে রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু এখনও আছে। আমাদের এতগুলো এমপি আছে, এতগুলো এমএলএ আছে, এতগুলো জেলা পরিষদ আছে, এতগুলো পুরসভা, পুরনিগম আছে, কয়েক হাজারেরও বেশি কাউন্সিলর আছে, লক্ষের কাছাকাছি পঞ্চায়েতস্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা আছেন। কিন্তু তাঁদের এই তাসের ঘর যে এভাবে তিন সপ্তাহ গড়াতে না গড়াতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে কে জানতো? গত কয়েকদিন ধরে তৃণমূল নেতাদের গলার সুর তাই এখন বদলে গিয়েছে। তারা যেন দেওয়ালের লিখন পড়ে ফেলেছেন। তাই এখন ভয় দেখানোর সেই পুরনো তত্ত্বে ফিরে গিয়েছেন। তাঁদের তো এত বড় বুকের পাটা নেই যে প্রকাশ্যে স্বীকার করবেন, দলের ওপর, নেতৃত্বের ওপর ক্ষোভেই একের পর এক পুরসভার কাউন্সিলররা দলে দলে ইস্তফা দিচ্ছেন। তাঁদের একটাই অভিযোগ, এতদিন ভয়ে মুখ খুলতে পরিনি। এখন দল ক্ষমতা হারাতেই মুখ খুলেছি। নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েই সবচেয়ে সরব তাঁরা। সোমবার দিনই এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে ক্ষুব্ধতৃণমূল কংগ্রেসের সেনাপতিক্ষু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় ডায়মন্ড হারবার। ওই পুরসভার আট কাউন্সিলর গণইস্তফা দিয়ে দলের বিরুদ্ধেই তোপ দেগেছেন। এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভাবলে ভুল হবে।কারণ, টালমাটাল কাঁথি পুরসভাও। সেখানে ১৭ জন তৃণমূল কাউন্সিলরের মধ্যে সোমবারই ১২ জন পদত্যাগ করে ফেলেছেন। উত্তর বারাকপুরের পুর প্রধান-সহ ১৫ জন তৃণমূল কাউন্সিলর পদ ছেড়েছেন। একই ছবি গারুলিয়া, মধ্যমগ্রাম-সহ জেলার বিভিন্ন পুরসভাগুলিতে। তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভের আঁচ আর কিছুতেই চেপে রাখা যাচ্ছে না। এভাবে বাংলা জুড়ে যে ভাবে তৃণমূলের অন্দরে মুষল পর্ব চলছে, তাতে দলের ভবিষ্যত কী, প্রশ্নটা কিন্তু ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

শব্দছক ১৭০

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. মন্দির-দ্বার ৫. কুবের-এর ধন আছে যার ৮. প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র ৯. বাস করার স্থান ১২. কর্ণ ১৩. মুখ ১৫. আলোচনার জন্য সমবেতভাবে বসা ১৬. ভাতের মাড় ১৭. ভ্রমর ১৮. চরণ ১৯. মহাদেব ২০. রক্ষা করার উপায়

ওপর-নিচ: ২. আনন্দিত ৩. তাম্বুল ৪. কহিবে ৫. বিত্তশালী ৬. ব্যাঙের এক প্রজাতি ৭. মূলবান প্রস্তরাদি ১০. বাড়ির শেষ তলের আচ্ছাদন ১১. যা বৈধ নয় ১২. কাক-ডাকা প্রত্যুষ ১৩. জঙ্গল ১৪. স্বামীর ভগিনী ১৬. পলাতক ১৮. প্রতিজ্ঞা

সমাধান ১৬৯ — পাশাপাশি: ২. মানচিত্র ৫. মুদ্রণ ৭. চারু ৮. দিব্য ৯. মনোভিলাষ ১১. আশা ১২. খাক ১৩. অজ ১৪. বারি ১৬. বন্য বরাহ ১৮. জাব ১৯. কথা ২০. পালন ২১. কলকাতা

ওপর-নিচ: ১. সমুদিত ২. মান ৩. চিবানো ৪. পুরুষ ৬. দ্রব্য ৭. চালাক ৯. মশা ১০. ভিখারি ১১. আজব ১৩. অন্যথা ১৪. বাহ ১৫. আনত ১৬. বকনা ১৭. রাখাল ১৮. জাল ২০. পাতা

আজকের দিন

■ **১৭৩৯** — নাদের শাহের নেতৃত্বে পারস্য বাহিনী মুহাম্মদ শাহের মুঘল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে।

■ **১৮৯৬** — চার্লস ডাও যুগান্তকারী স্টক মার্কেট সূচকের সর্বপ্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন।

■ **১৯৯৯** — কারগিল সেক্টর থেকে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করতে ভারতীয় বিমান বাহিনী বিমান অভিযান শুরু করে।

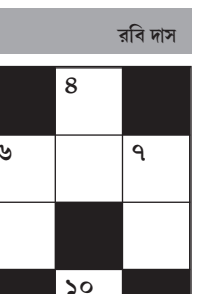

জন্মদিন

১৯৩২ *বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহক বেণু সেনের জন্মদিন।*

১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিলাসরাও দেশমুখের জন্মদিন।*

১৯৮৩ *বিশিষ্ট কুস্তিগীর সুশীল কুমারের জন্মদিন।*

বিলাসরাও দেশমুখ

যন্ত্রের চোখে পৃথিবী, মানুষের চোখে জীবন

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

একসময় গ্রামের মানুষ প্রথম ট্রেন দেখেছিল বিস্ময়ে। দূর থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে, লোহার এক বিশাল দানব হুইসেল বাজিয়ে যখন স্টেশনে ঢুকত, তখন কেউ ভাবত; এ বুঝি অলৌকিক কিছু। পরে এক-এক করে বিদ্যুৎ, রেডিও, টেলিভিশন এল। তারপর কম্পিউটার এবং এখন মোবাইল ফোন। প্রত্যেক নতুন প্রযুক্তিই মানুষের জীবনে যেমন নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে, ঠিক তেমনই এক অদ্ভুত আশঙ্কারও জন্ম দিয়েছে। মানুষ বারবার ভেবেছে; 'এবার কি তবে মানুষই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে?'

আজ সেই একই প্রশ্নকে আরও গভীরভাবে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা; আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই।

এখন আর শুধু মেশিন নয়, যেন এক অদৃশ্য মস্তিষ্ক আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি একটি নির্দেশ দিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে লেখা তৈরি হয়ে গেল, ছবি আঁকা হয়ে গেল, গবেষণার সারাংশ তৈরি হয়ে গেল, হিসাব মিলে গেল, এমনকি মানুষের গলার মতো কথা বলাও সম্ভব হয়ে উঠল। যেন এক অদৃশ্য সহকারী সর্বক্ষণ আপনার পাশে বসে আছে। পৃথিবী এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যেখানে একজন মানুষ একাই যেন দশজনের কাজ করতে পারছে।

এই পরিবর্তন শুধু প্রযুক্তিগত নয়; এটি সভ্যতার মানসিক পরিবর্তনও।

কিন্তু প্রশ্ন হল; এই পরিবর্তন কি সত্যিই মানুষের মুক্তি এনে দিতে পারে? নাকি মানুষ ধীরে-ধীরে নিজের ভেতরের বিবর্তিত ক্ষমতাগুলোকেই হারিয়ে ফেলবে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের একটু পিছনে ফিরতে হয়।

মানুষের ইতিহাস আসলে যন্ত্রের ইতিহাসও বটে। যখন মানুষ প্রথম পাথর ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখেছিল, তখনও এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। যখন মানুষ প্রথম কলম ধরেছিল, তখন ভাষা শুধু মুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; চিন্তা হয়ে উঠেছিল স্থায়ী। তারপর ছাপাখানা এল, বই এল ও আস্তে-আস্তে জ্ঞানের বিস্তার ঘটল। কম্পিউটার এসে কাজের গতি বাড়িয়ে দিল। ইন্টারনেট গটা পৃথিবীকে এনে ফেলল হাতের মুঠোয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই ধারাবাহিকতারই আরেকটি অধ্যায়। কিন্তু এটি আগের সব প্রযুক্তির থেকে আলাদা। কারণ এই প্রযুক্তি কেবল মানুষের হাতের শক্তি বাড়ায় না, মানুষের মস্তিষ্কের কাজও অনুকরণ করতে শুরু করেছে। এখানেই মানুষের বিস্ময়, এখানেই মানুষের ভয়।

আজকের দিনে এমন অনেক সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে, যারা মানুষের মতো ভাষা বোঝে, মানুষের মতো উত্তর দেয়, ছবি আঁকে, গান লেখে, এমনকি সিদ্ধান্তও নিতে পারে। আপনি চাইলে নিজের জন্য আলাদা আলাদা ডিজিটাল সহকারী তৈরি করতে পারেন। কেউ আপনার লেখার কাজ করবে, কেউ গবেষণার, কেউ হিসাবের, কেউ পরিকল্পনার। যেন আপনার চারপাশে এক অদৃশ্য কর্মীবাহিনী কাজ করছে!

কয়েক বছর আগেও এসব বিজ্ঞান কল্পকাহিনির অংশ ছিল, কিন্তু এখন তা বাস্তব।

বাস্তব যত এগোচ্ছে, মানুষের ভেতরের জিজ্ঞাসা ততই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে ; 'তাহলে মানুষের কাজ কী?'

এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ নয়। কারণ মানুষ শুধু কাজ করার যন্ত্র নয়। মানুষ একটি অনুভবের সত্তা। তার কল্পনা আছে, স্মৃতি আছে, ভালোবাসা আছে, ব্যর্থতার কষ্ট আছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন আছে। একটি যন্ত্র তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, কিন্তু সে কখনও শরতের আকাশ দেখে বিষণ্ণ হতে পারে না। সে কখনও বৃষ্টির শব্দ শুনে মায়ের কথা মনে করতে পারে না। সে কখনও প্রেমে পড়ে ভেঙে যেতে পারে না। মানুষের আসল শক্তি এখানেই।

সমস্যা হল, আমরা ধীরে-ধীরে নিজেরাই নিজেদের যন্ত্রে পরিণত করছি। বর্তমান প্রজন্মের দিকে তাকালে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন।

আজকের পৃথিবীতে মানুষ খুব দ্রুত ফল চায়। কম সময়ে বেশি কাজ চায়। কম পরিশ্রমে বেশি সাফল্য চায়। এআই সেই চাওয়াকে আরও সহজ করে দিয়েছে। এখন অনেকেই ভাবছে; তথদি মেশিনই সব করে দেয়, তবে আমি কেন কষ্ট করব?দ

এই ভাবনার মধ্যেই ভবিষ্যতের বিপদ লুকিয়ে আছে।

কারণ চিন্তা না করলে মানুষের চিন্তাশক্তি কমে যায়। যেমন শরীরচর্চা না করলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনই প্রশ্ন না করলে, পড়াশোনা না করলে, নিজে থেকে চেষ্টা না করলে মানুষের মস্তিষ্কও একসময় অলস হয়ে যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যদি মানুষের সহায়ক হয়, তাহলে তা আশীর্বাদ। কিন্তু যদি সেটাই মানুষের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা বিপজ্জনক।

আজ অনেক ছাত্রছাত্রী নিজেরা না লিখে এআই দিয়ে লেখা তৈরি করছে। অনেক কর্মী নিজেরা না ভেবে মেশিনের উত্তর ব্যবহার করছে। ধীরে-ধীরে তজানার আনন্দদ হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ মানুষের সভ্যতা এগিয়েছে কৌতূহলের শক্তিতে। নিউটন আপেল পড়তে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন। আইনস্টাইন কল্পনা করেছিলেন আলোর গতিতে ছুটলে কী হবে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের আত্মার কথা ভেবেছিলেন। এই কৌতূহল, এই কল্পনাশক্তি, এই অনুভব; এগুলিই মানুষকে মানুষ করে তোলে।

যন্ত্রের কাছে তথ্য আছে, কিন্তু বিস্ময় নেই।

একজন শিল্পী যখন ছবি আঁকেন, তখন তিনি শুধু রং ব্যবহার করেন না; তিনি নিজের সময়কে ক্যানভাসে ধরেন। একজন কবি যখন কবিতা লেখেন, তখন তিনি শুধু শব্দ সাজান না; তিনি মানুষের অদৃশ্য যন্ত্রণা ও আনন্দকে ভাষা দান করেন। একজন শিক্ষক যখন সত্যিকারের নিষ্ঠা নিয়ে পড়ান, তখন তিনি শুধু তথ্য দেন ন; তিনি একটি প্রজন্মের চেতনা তৈরি করেন।

এই জায়গাগুলোতে মানুষের বিকল্প এখনও মানুষই।

সমস্যা হল, আমরা প্রযুক্তিকে প্রায়শই শুধু বাজারের চোখে দেখি। কোন প্রযুক্তি কত দ্রুত কাজ করবে, কত টাকা বাঁচাবে, কত মানুষকে সরিয়ে দেবে; এই হিসাবই বেশি চলে। কিন্তু সমাজ কেবল অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে না। সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে বিশ্বাস, সম্পর্ক, নৈতিকতা এবং সহমর্মিতার উপর।

একটি এআই হয়তো কয়েক সেকেন্ডে হাজার পৃষ্ঠার রিপোর্ট পড়ে ফেলতে পারে, কিন্তু সে বুঝবে না একজন কৃষকের চোখের ক্লান্তি। সে বুঝবে না খনি অঞ্চলের শ্রমিকের বুকের কাশি। সে বুঝবে না উদ্বাস্তু মানুষের রাতের আতঙ্ক। কারণ যন্ত্রের কোনো জীবন নেই। তার কোনো স্মৃতি নেই বা কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই।

এই কারণেই প্রযুক্তির সঙ্গে মানবিকতার সম্পর্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা যদি এমন একটি সমাজ তৈরি করি, যেখানে মানুষ শুধু বোতাম টিপে চলবে আর মেশিন ভাববে, তাহলে একদিন মানুষ নিজের ভেতরের সৃষ্টিশীলতাকেই হারিয়ে ফেলবে। তখন পৃথিবী হয়তো আরও দ্রুত হবে, আরও চকচকে হবে, কিন্তু আরও নিষ্ঠুরও হয়ে উঠবে। কারণ মানবিকতা বলে তখন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

বিজ্ঞান কল্পকাহিনির ছবিতে আমরা প্রায়ই দেখি; বিশাল শক্তিশালী রোবটকে নিয়ন্ত্রণ করছে ছোট্ট একটি প্রাণী। এই ছবির ভেতরে এক গভীর প্রতীক লুকিয়ে আছে। যন্ত্র যত বড়ই হোক, তাকে চালানোর জন্য মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু যদি মানুষ নিজেই চিন্তা করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে একসময় সেই নিয়ন্ত্রণও হারিয়ে যেতে পারে।

আজ পৃথিবীর বড় বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলো কোটি-কোটি টাকার ডেটা সেন্টার তৈরি করছে। এই ডেটা সেন্টারগুলো বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ ও জল ব্যবহার করছে। একটি প্রশ্নের উত্তর পেতে যে পরিমাণ শক্তি খরচ হয়, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। অর্থাৎ প্রযুক্তির এই উন্নতিরও পরিবেশগত মূল্য আছে।

আমরা প্রায়ই ভাবি প্রযুক্তি মানেই অগ্রগতি। কিন্তু সব অগ্রগতি মানবিক নয়।

যে উন্নয়ন নদী শুকিয়ে দেয়, বন কেটে ফেলে, মানুষের কাজ কেড়ে নেয়, সামাজিক বৈষম্য বাড়ায়; তাকে কি নিঃশর্তভাবে উন্নয়ন বলা যায়?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন প্রযোজ্য।

এই প্রযুক্তি যদি শুধু কিছু বড় কোম্পানির মুনাফা বাড়ায়, তাহলে তা বিপজ্জনক। কিন্তু যদি এটি সাধারণ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা ও সৃজনশীলতাকে শক্তিশালী করে, তাহলে তা আশার বিষয়।

ধরা যাক, গ্রামের একটি দরিদ্র ছাত্র নিজের ভাষায় পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে এআই-এর মাধ্যমে। একজন ছোট ব্যবসায়ী বড় পুঁজির অভাবেও প্রযুক্তির সাহায্যে নিজের কাজ বাড়াতে পারছে। একজন প্রতিবন্ধী মানুষ সহজে যোগাযোগ করতে পারছে। একজন গবেষক দ্রুত তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারছেন। তখন এই প্রযুক্তি সত্যিই মানুষের বন্ধু হয়ে উঠতে পারে।

অর্থাৎ প্রযুক্তির ভালো-মন্দ নির্ভর করে তার ব্যবহারকারীর উপর।

কলম দিয়ে যেমন কবিতা লেখা যায়, তেমনই ঘৃণার প্রচারও করা যায়। ইন্টারনেট যেমন জ্ঞান ছড়ায়, তেমনই ভুয়ো খবরও ছড়ায়। তেমনই এআই-ও মানুষের চরিত্র ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করবে।

এখানে শিক্ষার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের নতুন প্রজন্মকে শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার শেখালেই হবে না; শেখাতে হবে কীভাবে প্রযুক্তিকে প্রশ্ন করতে হয়। শেখাতে হবে মৌলিক চিন্তার গুরুত্ব। শেখাতে হবে যে, দ্রুত উত্তর পাওয়াই জ্ঞান নয়। জ্ঞান হল বোঝার ক্ষমতা। জ্ঞান হল যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সমন্বয়।

আজকের পৃথিবীতে অনেক তথ্য আছে, কিন্তু গভীর চিন্তা কমে যাচ্ছে।

মানুষ ধীরে-ধীরে ছোট-ছোট উত্তরে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। দীর্ঘ পড়াশোনা, মনন, আত্মসমালোচনা; এগুলো যেন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে। অথচ সভ্যতার সবচেয়ে বড় আবিষ্কারগুলো এসেছে দীর্ঘ চিন্তার ভেতর দিয়ে। যে সমাজ প্রশ্ন করতে ভুলে যায়, সেই সমাজ ধীরে-ধীরে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই কারণেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানবিক বুদ্ধিমত্তার।

একজন শ্রমিকের সততা, একজন শিক্ষকের নিষ্ঠা, একজন চিকিৎসকের সহানুভূতি, একজন শিল্পীর কল্পনাশক্তি, একজন সমাজকর্মীর মানবিকতা; এগুলোর কোনো বিকল্প প্রযুক্তি হতে পারে না। সমাজ শেষ পর্যন্ত মানুষের হাতেই গড়ে ওঠে। মেশিন শুধু সাহায্য করতে পারে।

আমরা যদি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করি নিজের সৃজনশীলতাকে আরও বিস্তৃত করার জন্য, তাহলে তা আমাদের শক্তি হবে। কিন্তু যদি আমরা প্রযুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ি, তাহলে একদিন আমরা নিজেরাই নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।

আজ পৃথিবী এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত উন্নতি, অন্যদিকে মানুষের ভেতরে বাড়তে থাকা একাকিত্ব, উদ্বেগ এবং মানসিক ক্লান্তি। মানুষ আগের চেয়ে বেশি সংযুক্ত, অথচ আগের চেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন।

এই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রযুক্তি নয়, মানুষ।

আমরা কেমন মানুষ হতে চাই? শুধু দ্রুত কাজ করা মানুষ, না গভীরভাবে ভাবতে সক্ষম মানুষ? শুধু তথ্যভর্তি মানুষ, না অনুভবসম্পন্ন মানুষ?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়তো ভবিষ্যতের পৃথিবীকে বদলে দেবে। কিন্তু সেই পৃথিবী মানবিক হবে কি না, তা নির্ভর করবে আমাদের উপর। কারণ শেষ পর্যন্ত যন্ত্রেরও একটি সীমা আছে। সে হিসাব করতে পারে, কিন্তু ভালোবাসতে পারে না। সে ভাষা তৈরি করতে পারে, কিন্তু জীবন অনুভব করতে পারে না।

মানুষের ভেতরে যে স্বপ্ন আছে, যে ব্যথা আছে, যে কল্পনা আছে, যে নৈতিক দ্বন্দ্ব আছে; সেই গভীরতাই মানুষকে অনন্য করে তোলে।

তাই প্রযুক্তিকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। দরকার তাকে বুঝে ব্যবহার করার। দরকার নিজের ভেতরের মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখার।

কারণ ভবিষ্যতের পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হয়তো প্রযুক্তি হবে না; সবচেয়ে মূল্যবান হবে সেই মানুষ, যে এখনও ভাবতে পারে, অনুভব করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে এবং অন্য মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে।

জগৎ শেঠের বাড়ি ও বাংলার প্রথম টাঁকশাল

অর্পিতা লাহিড়ী

ঐতিহাসিক জেলা মুর্শিদাবাদ, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যেখানে ইতিহাসের হাতছানি। মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ঢাকায় দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ কে। তবে সামান্য দেওয়ান হয়ে মন ভরেনি মুর্শিদের। বিচক্ষণ মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে রাজধানী নিয়ে চলে আসেন সুবে বাংলায়। তাঁর নামানুসারে ভাগীরথী তীরের শহরটার নাম রাখেন ক্ষ্ম মুকসুদাবাদ ক্ষ্ম যা পরবর্তী তে মুর্শিদাবাদ নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে।মুসলিম, হিন্দু, জৈন ধর্মের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটেছে এই জেলায়। চলুন আজকের প্রতিবেদনে আলোকপাত করবো মুর্শিদাবাদের একটি অতি জনপ্রিয় ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য জগৎ শেঠের বাড়ি।

প্রথমেই একটা ধারণা স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার, তা হলো জগৎ শেঠ কোন ব্যক্তির নাম নয়। এটি হল একটি উপাধি। জগৎ শেঠের পরিবারের যে অর্থ ভান্ডার ছিল তাকে ইংরেজরা লন্ডনের ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করত।ইংরেজদের পলাশীর যুদ্ধে জিততে অর্থসাহায্য করেছিল জগৎ শেঠের পরিবার। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছিল। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের সূচনার পেছনে এই ক্ষ্ম বিশ্বাসঘাতকক্ষ্ম পরিবারের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশদের*যিনি অর্থসাহায্য করেন, তাঁর নাম মহতাব রাই। ইংরেজদের অর্থ সাহায্য করার পুরষ্কার পেয়েছিলেন মহতাব, মীরকাশিমের নির্দেশে তাঁকে হত্যা করা হয়। চলুন খাপছাড়া নয়, একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। পেশায় স্বর্ণব্যবসায়ী ছিলেন হীরানন্দ সাউ, সঙ্গে চলত মহাজনি কারবার। রাজস্থানের ভূমিপুত্র ভাগ্য অন্বেষণের তাগিদে ১৬৮০ সালে চলে আসনে বিহারের রাজধানী পাটনায়। ফুলে ফেঁপে ওঠে তাঁর মহাজনি কারবার। মনে করা হয় এইভাবেই মারওয়াড়িদের আধিপত্য বিস্তার হয়। হীরানন্দ তাঁর ছেলেদের দেশের নানা অঞ্চলে মহাজনি কারবার ছড়িয়ে দিতে পাঠিয়ে দেন। ঢাকায় আসেন মানিকচাঁদ। তরুণ, দূরদর্শী মানিকচাঁদ সহজেই ঢাকার তখনকার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ এর নজরে আসেন।মুর্শিদ ঢাকা থেকে রাজধানী মুকসুদাবাদ নিয়ে আসার সময় মানিকচাঁদকেও নিয়ে আসেন। ১৭০৪ সাল দেওয়ান থেকে নবাব হন মুর্শিদকুলি খাঁ। মানিকচাঁদও ফুলেফেঁপে উঠছেন তখন।

মানিক চাঁদও মুর্শিদাবাদে এসে মহিমাপুরে নিজের প্রাসাদ গড়ে তোলেন। রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পান। নবাবের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দেন মুর্শিদকুলি খাঁ। মানিকচাঁদের নিজের ছেলে ছিলনা। তিনি ফতেহচাঁদককে দত্তক নেন। বাবার থেকেও বেশি দূরদর্শী ছিলেন তিনি। মানিক চাঁদের দত্তক নেওয়া ছেলে ফতেহচাঁদের আমলে সম্পত্তি আরও অনেক গুণ বেড়ে যায়। মুঘল সম্রাট মাহমুদ শাহ তাঁকে উপাধি দেন 'জগৎ শেঠ'। এবার বোঝা গেল কোথা থেকে এসেছে এই জগৎ শেঠের ধারণা। জগৎ শেঠ দের নিজস্ব টাঁকশাল ছিল, সোনা, রুপোর মুদ্রা তৈরি হত। বাংলার প্রথম টাঁকশাল এই মুর্শিদাবাদের মাটিতেই তৈরি হয়। নবাবদের সঙ্গে এই মাখোমাখো সম্পর্কে চিড় ধরে সিরাজুদ্দৌলার আমলে। জগৎ শেঠের পরিবার পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পাশে না দাঁড়িয়ে ব্রিটিশদের পাশে দাঁড়ায়। পুরষ্কার স্বরূপ মীর কাশিম হত্যা করেন মহতাব রাইকে, বাংলার প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে রাজকোষ সরিয়ে আনেন* কলকাতায়।* তৈরি হয় আলিপুর টাঁকশাল। আজও রহস্যময় সুড়ঙ্গ দিয়ে পৌঁছানো যায় জগৎ শেঠের বাড়ি। যা আজ সংগ্রহশালা, সেখানে দেখবেন মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত সেই মসলিন, যা নাকি একটা আংটির মধ্যে দিয়ে গলে যেত। সোনা, রুপোর মুদ্রা। তবে ছবি তোলা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। ইতিহাসকে ছুঁতে একবার চলেই আসুন, ইতিহাসের সঙ্গে রোমাঞ্চ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে।

চর্চাবাসর ১৫৬

বাংলা 'কিংবদন্তি' (কিংবদন্তী) শব্দটি একটি তৎসম (সংস্কৃত থেকে অবিকল আগত) শব্দ। এর মূল বা সন্ধি বিচ্ছেদ হলোকিংবদন্তি গু কিম্ বদন্তি। কিম্ (কিম্) সংস্কৃত অব্যয় পদ, যার অর্থ 'কী'। বদন্তি (বদন্তি) সংস্কৃত 'বদ্' (vad) ধাতুর উত্তম পুরুষ বহুবচনের রূপ, যার অর্থ 'তারা বলেন' (they say)।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জট কাটছে, আশ্বাস সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম তথা 'লাইফলাইন' হিসেবে পরিচিত ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের দীর্ঘদিনের জটিলতা অবশেষে কাটতে চলেছে। থমকে থাকা এই সড়ক প্রকল্পে দ্রুত গতি আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে আশার কথা শোনালেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সোমবার দুপুরে বালুরঘাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই বিষয়ে কেন্দ্রের ইতিবাচক মনোভাবের কথা জানান তিনি।

এদিন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সময় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে তীব্র নিশানা করেন। তাঁর অভিযোগ, বিগত সরকারের চূড়ান্ত উদাসীনতা, গড়িমসি এবং রাস্তার অ্যালাইনমেন্ট সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই কেন্দ্র সরকারের পাঠানো কয়েকশো কোটি টাকা অব্যবহৃত অবস্থায় ফেরত চলে গিয়েছিল। জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের এই দুর্ভোগের জন্য পূর্বতন সরকারের ভুল নীতিই দায়ী বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এই থমকে থাকা প্রকল্পে নতুন করে গতি আসছে বলে জানান সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'পূর্বতন সরকারের সময় অ্যালাইনমেন্টের সমস্যার কারণে বরাদ্দ টাকা ফেরত গিয়েছিল। তবে রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর এই জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ এবং নতুন অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আমার প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'রাস্তাটি পূর্বের নির্ধারিত পথেই সম্প্রসারিত হবে, নাকি যানজট এড়াতে নতুন কোনও রুট তৈরি করা হবে, তা নিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। নতুন সরকারের ইতিবাচক মানসিকতার জেরে দ্রুত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।' বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল দশা এবং সম্প্রসারণের কাজ আটকে থাকায় দীর্ঘদিন ধরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন জেলার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী মহল। সড়কটি চওড়া হলে জেলার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বড়সড় জোয়ার আসবে। নতুন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে এবার দ্রুত এই কাজ শুরু হবে বলে আশায় বুক বাঁধছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দারা।

'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর নামে সাইবার প্রতারণা

সতর্ক করল আরামবাগ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় এবার আরও সক্রিয় হল হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ। 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' যোজনার নাম ভাঙিয়ে সাইবার প্রতারণার অভিযোগ সামনে আসতেই আরামবাগ মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জোরদার করা হয়েছে সচেতনতা প্রচার। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম, মোবাইল মেসেজ ও ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন লিংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা চলছে বলে সতর্ক করেছে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বেশ কিছু ভুয়ো ওয়াটসঅ্যাপ মেসেজ, ফেসবুক পোস্ট এবং অচেনা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনা'-র নামে রেজিস্ট্রেশন করার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। সেখানে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য, ওটিপি, ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য এমনকি টাকা পর্যন্ত চাওয়া হচ্ছে। এই ধরনের সমস্ত লিংক ও দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং প্রতারণার উদ্দেশ্যে তৈরি বলেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে পুলিশ। আরামবাগ মহকুমার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'বর্তমানে সাইবার প্রতারণার ধরণ প্রতিদিন বদলাচ্ছে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সরকারি প্রকল্পের নাম ব্যবহার করে প্রতারকরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই মানুষকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। কোনও অজানা নম্বর বা লিংকে ক্লিক না করাই সবচেয়ে নিরাপদ।' তিনি আরও বলেন, 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনার নামে যদি কেউ রেজিস্ট্রেশন ফি বা অন্য কোনও অর্থ দাবি করে, তাহলে বুঝতে হবে সেটি প্রতারণা। সরকারি প্রকল্পে আবেদন বা তথ্য জানার জন্য শুধুমাত্র সরকারি ওয়েবসাইট এবং প্রশাসনের অফিসিয়াল ঘোষণাকেই বিশ্বাস করতে হবে।' পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই ওটিপি, এটিএম কার্ড নম্বর, সিভিভি, ব্যাংক ডিটেলস বা আধার নম্বর অপরিচিত কাউকে দেওয়া যাবে না। ফোন, এসএমএস কিংবা ওয়াটসঅ্যাপে আসা সন্দেহজনক মেসেজ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের দাবি, সচেতন থাকলেই অধিকাংশ সাইবার প্রতারণা এড়ানো সম্ভব। তাই গ্রাম থেকে শহর, সব জায়গাতেই প্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে।

HATHWAY CABLE AND DATACOM LIMITED (WEST BENGAL)
Customer Care 24X7
Toll Free: 18004193114 / **Phone** 080-65159555 / 080-44479555
General Information Number 080-65159555 / 080-44479555
Email: helpdesk@hathway.net / hfibersupport@hathway.net
Web:https://ispselfcare.hathway.net/login

If you are not satisfied, appeal with complaint docket number.

Appellate Authority
Monday to Friday
9.30am to 6.30pm

Abishak Indirani - Asst. Manager (Customer Support)
080-65159525 / 080-44479525
appellate@hathway.net

Appellate Address:
Hathway House, 137/138 Infantry Road, Bengaluru – 560001

ওবিসি সমাজের অধিকার, উন্নয়নে নবান্নে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওবিসি সমাজের ন্যায্য অধিকার ও বাংলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নব নির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নের ১৪ তলায় দীর্ঘক্ষণ ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনায় উঠে এল ওবিসি সমাজের অধিকার ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল-সহ রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা, দুর্গাপুরের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই প্রমুখ।

FORM NO. INC-19
(Pursuant to Rule 22 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Section 18 read with Sections 8, 13 and 14 of the Companies Act, 2013 and Rule 22 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, that SIKUN RELIEF FOUNDATION, a Section 8 Company having its registered office at 6/31A, Purbapally, Sodepur, Kolkata – 700110, has applied for conversion into a Private Limited Company.

A copy of the draft Memorandum and Articles of Association may be inspected at the registered office of the company during business hours on any working day.

Any objection to the proposed conversion may be filed in writing, along with supporting documents, within 30 days from the date of publication of this Notice, to the Regional Director (Eastern Region), Kolkata – 700135, and the Registrar of Companies, West Bengal (Kolkata II)– 700135. A copy shall also be forwarded to the company at the above address.

Dated: 21st May 2026

For SIKUN RELIEF FOUNDATION
Sd/-
Mayuri Bhattacharjee
Director | DIN: 07401071

ARYAN COLLEGE OF EDUCATION
(A unit of Sonamukhi Maheswar Educational & Social welfare Trust)
NCTE RECOGNISED, AFFILATED TO B.S.A.E.U & W.B.B.P.E
P.O+P.S - Sonamukhi (Shitolor), Bankura, 722207
Mobile No – 8775214215/ 9734745395
Email – sonamukhi.edu@gmail.com

Applications are invited along with CV, testimonials and 2 copies of photo the post of Assist. Prof. of English-01, Education-01, Mathematics-01, Fine Arts-01, History-01, Geography-01, Philosophy-01, Pol.Science-01, Physical Science-01, Life Science-01, Foundation-04, Physical Education-01 for B.Ed course with matching eligibility according to NCTE norms and Post of Lecturer for D.El.Ed course with matching eligibility(All Subjects) according to NCTE norms. Contact within 7 days through mail or directly to the secretary.

Sd/- Secretary

'আগামীতে সিএএ আবেদনে লাগবে না বাংলাদেশের নথি'

মতুয়া সমাজকে আশ্বাস শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: 'আগামীতে সিএএ আবেদনে লাগবে না বাংলাদেশের নথি।' মতুয়া সমাজকে এমনই বার্তা দিলেন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। অন্যদিকে, 'রাতে শান্তিতে ঘুমাতে দেব না'। তৃণমূলের অত্যাচারীদের বার্তা হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের। বিজেপির তপশীলী মোর্চার পক্ষ থেকে ঠাকুরনগর নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে রক্তদান শিবির ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সোমবার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল-সহ বিশিষ্ট জনেরা। সভা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেবদাস মণ্ডল হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'তৃণমূলের যারা দিনের পর দিন আমাদের ওপর, আমাদের কর্মীদের ওপরে অত্যাচার করেছে, তাদের যারা ভাবছেন শান্তিতে আছে, তাদের বলছি শান্তিতে ঘুমাতে দেব না। তাদের জায়গা হবে জেলে।' এদিন শান্তনু ঠাকুর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'সিএএ আবেদনের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের অনেকের বাংলাদেশের ডকুমেন্টস নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। সবার কাছে বাংলাদেশের ডকুমেন্টস নেই। এটা নিয়ে আগামীতে ছাড় দেওয়া হবে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে আমাদের যে সমস্ত রেজিস্টার্ড সংস্থা আছে তাদের সার্টিফিকেট-এর মধ্য দিয়ে নাগরিকত্ব দেওয়ার।'

আবাসের নামে প্রতারণা, কাঠগড়ায় পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে একজোট হয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় ভাতারের বিজিপুর গ্রামে। এলাকার বহু মানুষের কাছে টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ভাতার থানায় লিখিত অভিযোগ করল বিজিপুর গ্রামবাসীরা। সকলের অভিযোগ, তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য বিলেশ্বর দাস আবাস যোজনার ঘরের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। তাদের দাবি অবিলম্বে সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন গ্রামবাসীদের।

ফর্ম নং আইএনসি ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স ইনহেরেন্ট কম্পিউটারস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস -৭এ, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ----- আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ০৮ মে ২০২৬ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**গুজরাত রাজ্যে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নির্ধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পারি রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ -২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ** বা স্বয়ং দাখিল বা রেজিস্টার্ড ঢাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মথে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন কলকাতা, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং ৩এফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া-৩, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, ৫মতল, রাজারহাট, কলকাতা- ৭০০১৩৫ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নোক্ত ঠিকানায় একটি কপি সহ পাঠাতে পারেন।

ইনহেরেন্ট কম্পিউটারস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
সুমিত সুরেন্দ্র রথি
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬.০৫.২০২৬
ডিন : ০৩৩৮৯৬৫১

ফর্ম এ
জনসাধারণের জন্য ঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৬)
মার্টিনা বায়ো জেনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের অবগতির জন্য

বিবরণ		
১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	মার্টিনা বায়ো জেনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিগমবদ্ধ হওয়ার তারিখ	১২/০৮/২০০৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা নিগমবদ্ধ/নিবন্ধিত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নং	U65923WB2005PTC104717
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	**নিবন্ধিত কার্যালয়** : ৭৮, কালীতলা রোড, ২য় ফ্লোর, কালিকাপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৭৮ **কারখানা/ওয়ার্কস:** দ্বারীর রোড, মৌজা ধামাইতলা, চৌহাটি, রাজপুর, থানা-সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা-৭০০১৫১
৬.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	২২-০৫-২০২৬
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার আনুমানিক তারিখ	১৮-১১-২০২৬
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কর্মরত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম এবং নিবন্ধন নম্বর	শ্রী জিতেন্দ্র লোহিয়া রেজি. নম্বর- IBBI/MPA-001/IP-P00170/2017-18/10339
৯.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেইল	রেজি. ঠিকানা- ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২০, ইমেল- jitulohia@knjainco.com
১০.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহারযোগ্য ঠিকানা এবং ই-মেইল	ক্লাস ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রফেশনালস প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা- ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং ২য় তল, কলকাতা-৭০০০২০, ইমেল- cirp.mbgpl@gmail.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৫-০৬-২০২৬
১২.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিরূপিত ধারা ২১-এর উপ-ধারা (৬এ)-এর ক্লজ (বি)-এর অধীনে পাওনাদারদের শ্রেণি, যদি থাকে	প্রযোজ্য নয়
১৩.	একটি শ্রেণিতে পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ-নির্দিষ্ট তথ্য	ওয়েবলিঙ্ক- https://ibbi.gov.in/home/downloads প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল ২২.০৫.২০২৬ তারিখে **মার্টিনা বায়ো জেনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরুর আদেশ দিয়েছে। **মার্টিনা বায়ো জেনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা ১০ নম্বর এন্ট্রির বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের কাছে ০৫-০৬-২০২৬ তারিখে বা তার আগে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। *আদেশের অনুলিপি ২৪.০৫.২০২৬ তারিখে প্রাপ্ত হয়েছে।
আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত পাওনাদাররা ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণসহ দাবি জমা দিতে পারবেন।
১২ নম্বর এন্ট্রির বিপরীতে তালিকাভুক্ত একটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত আর্থিক পাওনাদার, ১৩ নম্বর এন্ট্রির বিপরীতে তালিকাভুক্ত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের মধ্য থেকে অনুমোদিত প্রতিনিধির বিষয়ে তাদের পছন্দ নির্দেশ করবেন এবং ফর্ম সিএ-প্রযোজ্য নয় -এ উক্ত শ্রেণির [শ্রেণি উল্লেখ করুন] অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য নির্বাচিত করবেন।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা আরোপ করা হবে।

স্বা /- জিতেন্দ্র লোহিয়া
ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল
মার্টিনা বায়ো জেনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. নং- **IBBUPA-001/P00170/2017-2018/10339**
রেজি. ঠিকানা- ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২০ রেজি.
ইমেল-**jitulohia@knjainco.com**
এএফএ নং- **AA1/10339/02/300627/109129**, এএফএ বৈধতা -৩০/০৬/২০২৭ পর্যন্ত
তারিখ : ২৫.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা

দলীয় নেতাদের গ্রেপ্তারি নিয়ে শ্রীরামপুর থানায় সরব কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দলীয় কাউন্সিলরদের গ্রেপ্তার ও ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে থানায় গিয়ে শ্রীরামপুর থানার আইসিকে 'সুন্দরবনের সিংহম' বলে আখ্যা দিলেন তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সিনেমার পুলিশ ও বাস্তবের পুলিশ আলাদা' পাল্টা যুক্তি দিলেন শ্রীরামপুর থানার আইসি বাপি রায়-ও। এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল শ্রীরামপুর থানা।

সোমবার দলীয় নেতাদের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রীরামপুর থানায় গিয়ে নিজেই স্মারকলিপি জমা দিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী শাহ, প্রাক্তন পুরপ্রধান অমিয় মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন পুরপ্রশাসক গৌরমোহন দে, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সন্তোষ কুমার সিং ও দলীয় কাউন্সিলাররা। ভোটের পরে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকে একাধিক জায়গায় ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস কিংবা পুরোনো হুমকির অভিযোগে তৃণমূল নেতা, কাউন্সিলরদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। সেই তালিকায় রয়েছেন শ্রীরামপুরের ১০ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজেশ শাহ থেকে ডানকুনি পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে। আবার রিষড়া পুরসভার কাউন্সিলর বাবলু দে। এদের সকলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন সদ্য জামিনে ছাড়া পাওয়া কাউন্সিলর রাজেশ শাহকে সঙ্গে নিয়েই শ্রীরামপুরে গঙ্গাশনের নিজের বাসভবন থেকে পায়ে হেঁটে শ্রীরামপুর থানার দিকে রওনা দেন কল্যাণ। থানায় গিয়ে আইসির কাছে সাংসদ অভিযোগ করে বলেন, 'বেছে বেছে তৃণমূলের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।' পাল্টা জিরো টলারেন্স নীতির কথা সাংসদকে বলেন শ্রীরামপুরের আইসি। থানার বাইরে বেরিয়ে কল্যাণ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'বিজেপি পুলিশকে সামনে রেখে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। আমরা আইনি পথে এর মোকাবিলা করব। প্রয়োজনে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করব।'

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস 'কে সি আই প্লাজা', ২৩ সি, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০, CIN: L24110WB1960PLC024910
ইমেইল: investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট: www.kanoriachem.com

৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসলিডেটেড)

২৫ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ তাদের সভায়, ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের জন্য কোম্পানির আর্থিক ফলাফল ('আর্থিক ফলাফল') অনুমোদন করেছে।
নিরীক্ষিত ফলাফল সহ আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট
https://a.storyblok.com/f/209886/x/6397f7d548/outcome-1.pdf,
স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
https://nsearchives.nseindia.com/corporate/KANORICHEM_25052026163712_Outcome.pdf,
বিএসই লিমিটেড
https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/ee73bc3c-1327-4a5c-a765-f1e14ed77ec0.pdf -এ দেওয়া হয়েছে এবং কিউআর কোড স্ক্যান করেও দেখা যেতে পারে

বোর্ডের পক্ষে
আর. ভি. কানোরিয়া
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN: 00003792)
তারিখ: ২৫ মে ২০২৬
স্থান: নিউ দিল্লি

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন -১৩(১)(এ)]
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
মামলা নং : ওএ/৬১/২০২৫
আইনের ধারা ১৯ এর উপ ধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলসের রুল ৫ এর সাব রুল (২এ) অধীনে সমন।
এক্স নং. : ৬৫২৭

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
মোমিন শেখ

প্রতি,
(১) মোমিন শেখ
পিতা আবদুল মতিন
নিবাস: গ্রাম : এবং পো : বারুয়া, দেবকুন্ড, থানা: বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৮৯।

সমন

যেহেতু, **ওএ/৬১/২০২৫ ০৭.০৪.২০২৬** তারিখে মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার সমীপে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য ট্রাইবুনাল আপনার বিরুদ্ধে **২৩০০১৬২.৩৯/- টাকা** (আবেদন এবং নথি ইত্যাদি সহ সংযুক্ত) ঋণ উশুলের জন্য আবেদন করেছেন উক্ত আইনের ধারা ১৯(৪) অধীনে সংশ্লিষ্ট আবেদনের ভিত্তিতে আপনার বিরুদ্ধে সমন/নোটিশ ইস্যু করেছেন।
সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৯ এর উপ ধারা (৪) অধীনে আপনাকে, বিবাদীগণকে নিম্নোক্ত মতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে :-
ক) সমন দেওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রার্থিত বিষয়ে মীমাংসা কেন প্রদত্ত হবে না তার কারণ দর্শানো,
খ) মূল আবেদনের ক্রম নং ৩এ অনুযায়ী আবেদনে নির্দিষ্ট উল্লিখিত মতে সম্পত্তিসমূহ বা সম্পদসমূহ ব্যতীত সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা,
গ) মূল আবেদনে ক্রম নং ৩এ তে অন্যান্য সম্পদসমূহ এবং সম্পত্তিসমূহ বা জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন বা বিক্রি করা থেকে আপনি বিরত থাকবেন, শুনানি এবং আবেদনের নিষ্পত্তি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তিসমূহ সম্পর্কে।
ঘ) আপনি কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পদসমূহ এবং সম্পত্তিসমূহ যা মূল আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে নির্দিষ্টভাবে বা উল্লেখ করেছেন সাধারণ ব্যবসায়িক কাজের সময়ে ব্যতীত বিক্রি, লিজ বা অন্যভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না ট্রাইবুনালের আগাম অনুমোদন ব্যতীত।
ঙ) জামিনদত্ত সম্পদসমূহ যা ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়বদ্ধ অ্যাকাউন্ট অধীনে সাধারণ ব্যবসায়িক সময়ে জামিনদত্ত সম্পদ এবং সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ অ্যাকাউন্টে দাখিল বিষয়ে আপনি সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট বিষয়ে দায়বদ্ধ থাকবেন।
আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে লিখিতভাবে বিবৃতি দাখিলের জন্য এবং একটি কপি আদেনকারীকে প্রদান করে এবং রেজিস্ট্রার সমীপে **১০.০৬.২০২৬** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায়** হাজির হতে অন্যথায় ব্যর্থ হলে আবেদনের শুনানি হবে এবং আপনার অনুপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিল মোহর প্রদত্ত তারিখ : ০৮.০৫.২০২৬।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

ছয় মিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড সিউড়ির পুরন্দরপুর অঞ্চল

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: রবিবার বিকেলের পর থেকেই আচমকা কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। তারপরই শুরু হয় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের পুরন্দরপুর সংলগ্ন একাধিক গ্রামাঞ্চল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঝড়ের দাপট এতটাই প্রবল ছিল যে বহু কাঁচা ও মাটির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, খড়ের চাল উড়ে গিয়েছে, এমনকি বহু টিনের চালও ঝড়ে ছিটকে পড়ে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুরন্দরপুর, সাজিনা, তাপাসপুর-সহ আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা। ঝড়ের তাণ্ডবে বহু বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছে রাস্তার উপর। কোথাও ভেঙে পড়েছে বিদ্যুতের পোল, কোথাও আবার ছিঁড়ে গিয়েছে বৈদ্যুতিক তার। ফলে বহু গ্রামে রাত থেকেই বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমস্যা পানীয় জল নিয়েও। এখনও বহু এলাকায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে রয়েছে। গ্রামবাসীরা জানান, ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার জেরে ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মাঠের ধান, শাকসবজি ও অন্যান্য চাষের জমি কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। অনেক কৃষক চোখের সামনে কয়েক মাসের পরিশ্রম নষ্ট হতে দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঝড়ের সময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামাঞ্চলে। বহু মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটাছুটি করেন। বেশ কিছু কাঁচা বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। বরুন্দরপুরের লক্ষ্মী কর্মকার, আরতি কর্মকারদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাড়ির পাশেই বড় বটগাছ উপরে গিয়ে একটি দোকানের ওপর পড়েছে। সাজিনা গ্রামে তপন ডোমের বাগানবাড়িতে ভেঙে পড়েছে বড় জাম গাছ। কালবৈশাখী ঝড়ে বহু আম পড়ে যাওয়ায় আক্ষেপ পরিবারের। গ্রাম লণ্ডভণ্ড হলেও কোনও প্রাণহানির খবর না পাওয়াই স্বস্তি প্রশাসনের। যদিও ঝড়ের পর থেকেই প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেছেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে দ্রুত সাহায্যের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ALLAHABAD
জোনাল অফিস, কলকাতা নর্থ
২য় ফ্লোর, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, জিডি-৩৭৭-৩৭৮, সেক্টর - ৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০১০৬, ই-মেইল- zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নলিখিত শাখাগুলির নিম্নলিখিত লকার হোল্ডারদের উদ্দেশ্যে এই পলিসি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যাঁরা বকেয়া লকার ভাড়াও প্রদান করেননি বা ব্যাঙ্কের পাঠানো বিভিন্ন রিমাইন্ডারের কোনো উত্তরও দেননি।
নিম্নে উল্লিখিত লকার হোল্ডারদের এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লকার ভাড়া প্রদান করা না হলে, ব্যাঙ্ক লকারগুলি ড্রিল করে খুলতে বাধ্য হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, লকারের ভিতরের সামগ্রী (যদি কিছু থাকে), তা বিক্রি করা হবে এবং প্রাপ্ত অর্থ বকেয়া লকার ভাড়া এবং লকার ভাঙার খরচের জন্য নেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যাঙ্ক লকার হোল্ডারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ক্র.নং.	শাখার নাম	লকার ভাড়াকারীদের নাম	এসএভি নং	বকেয়া পরিমাণের বিশদ টাকায়	লকারের বকেয়া পরিমাণ যে সময় থেকে
১.	বাগবাজার শাখা	শিখা দাস	৪৫০২২০৯১৬৩	১৪৯৩৭/-	৩০-০৬-২০২১
২.		শ্যামল মুখার্জী	৪৫০১০৩০৬৯৫	২১০৯৩/-	৩০-০৬-২০২১
৩.		রাণী সেন	৪৫০২১৮৫৮৯৯	১৪৯৪৭/-	৩০-০৬-২০২১
৪.		উমা চ্যাটার্জী	৪৫০১০২৯৬৪৬	১৭২৫৬/-	৩০-০৬-২০২১
৫.		শঙ্কর মজুমদার	৪৫০২৬৮৫০৭৫	১৪৯৪৭/-	৩০-০৬-২০২১
৬.		মানিক মিত্র	৪৫০১০২৮৬৫৪	২১০৯৩/-	৩০-০৬-২০২১

তারিখ: ২৬.০৫.২০২৬, স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসবিআই সাঁইথিয়া শাখা (০২১১৬)
পোঃ - সাঁইথিয়া, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৪ (পঃবঃ), ই-মেইল: sbi.02116@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সাঁইথিয়া শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **২৮.০১.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা- **শ্রী মনোজ চৌধুরী, পিতা- শ্রী মধুসূদন চৌধুরী, নিউ ব্রিজ রোড, ওয়ার্ড নং- ০২, পোঃ ও থানা- সাঁইথিয়া, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৪** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৫১,২৩,০৩৬.০০ টাকা (একান্ন লক্ষ তেইশ হাজার ছত্রিশ টাকা মাত্র) ২৮.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং ২৯.০১.২০২৬ থেকে সুদ** সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদারগণ উক্ত টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৩ মে, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং/ বা জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **৫১,২৩,০৩৬.০০ টাকা (একান্ন লক্ষ তেইশ হাজার ছত্রিশ টাকা মাত্র) ২৮.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এবং ২৯.০১.২০২৬ থেকে তদুপরি সঞ্চিত সুদ** এবং এর ওপর ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

২ নম্বর ভবনের একাদশ ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নং **১১এ৩** -এর সকল অংশ যার কার্পেট এরিয়া **৪৬৮** বর্গফুট এবং এর সাথে **১৮** বর্গফুটের ব্যালকনি এরিয়া, **৫৪৮** বর্গফুটের বিল্ট আপ এরিয়া এবং **৭১২** বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, যা ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি বাথরুম, ১টি ডব্লিউসি, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং এবং ১টি ব্যালকনি সমন্বিত, সাথে সাধারণ এলাকাগুলিতে আনুপাতিক অংশ রয়েছে। হাইল্যান্ড গ্রিনস-এর অধীনে, থানা মহেশতলা, পোঃ বাটানগর, মহেশতলা পৌরসভার সীমানার মধ্যে, ২৭ ও ২৮ নং ওয়ার্ডের অধীনে এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা **জেলার বেহালায় অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসের এখতিয়ারের অধীনে।**
সম্পত্তিটি শ্রী মনোজ চৌধুরী, পিতা- শ্রী মধুসূদন চৌধুরী, নিউ ব্রিজ রোড, ওয়ার্ড নং-০২, পোঃ ও থানা- সাঁইথিয়া, জেলা-বীরভূম, পিন-৭৩১ ২৩৪ **-এর নামে রয়েছে।**
সম্পত্তিটির চৌহদ্দি- (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী)
উত্তরে: ৪ মিটার চওড়া সাধারণ রাস্তা দ্বারা, প্রস্তাবিত এমএলসিপি স্পেস এবং এর পরে বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেডের অন্যান্য সম্পত্তি। **দক্ষিণে:** ৬ মিটার চওড়া সাধারণ রাস্তা দ্বারা এবং এর পরে বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেডের অন্যান্য সম্পত্তি। **পূর্বে:** ৬ মিটার চওড়া সাধারণ রাস্তা দ্বারা, একটি প্রবেশ-প্রস্থান পয়েন্ট এবং এর পরে বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেডের অন্যান্য সম্পত্তি। **পশ্চিমে:** ৪ মিটার চওড়া সাধারণ রাস্তা দ্বারা। হাইল্যান্ড গ্রিনস-এর দুটি প্রবেশ পয়েন্ট এবং এর পরে বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেডের অন্যান্য সম্পত্তি।

পার্কিং স্পেস
প্রোজেক্টের মধ্যে নির্দিষ্ট আচ্ছাদিত পার্কিং এলাকা নং এ২১৬-তে ১ (এক)টি চার চাকার যান পার্ক করার অধিকার

তৃতীয় তফসিল
ভবনের মধ্যে সাধারণ এলাকা
দলিল নং- আই-১০১১৫/২০২১ পৃষ্ঠা নং-১৬ ও ১৭-এ বর্ণিত ১ থেকে ১৫ নং পয়েন্ট
প্রোজেক্টের মধ্যে
দলিল নং- আই-১০১১৫/২০২১ পৃষ্ঠা নং-১৭-এ বর্ণিত ১ থেকে ১৪ নং পয়েন্ট

তারিখ: ২৩.০৫.২০২৬
স্থান: বাটা নগর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
CIN: L36993WB1995PLC069510
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৩১, বি. বা. দী. বাগ (দঃ), কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেইল: corp@poddarheritage.com, ওয়েবসাইট: www.poddarheritage.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এ্যান্ড কনসলিডেটেড)

অডিট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড (' দ্য কোম্পানি')-এর পরিচালনা পর্ষদ, ২৫ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এ্যান্ড কনসলিডেটেড) অনুমোদন করেছে। উক্ত ফলাফলগুলি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক, মেসার্স চতুর্বেদী অ্যান্ড কোং. এলএলপি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন সহ সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট: https://www.poddarheritage.com/BM-Outcome-25.05.2026-Audited-Financials-Results.pdf -এ উপলব্ধ এবং প্রদত্ত কুইক রেসপন্স (কিউআর) কোড স্ক্যান করেও দেখা যেতে পারে।

অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
বোর্ডের পক্ষে এবং হয়ে
স্বা/-
গৌরব আগরওয়ালা ডিরেক্টর
(DIN: 00201469)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫ মে, ২০২৬

৯ জন বাংলাদেশি আটক

কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মালদায় চালু হোল্ডিং সেন্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেতেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার পর তাদের রাখতে মালদা চালু হয়ে গেল হোল্ডিং সেন্টার। রবিবার থেকেই এই হোল্ডিং সেন্টারটি চালু হয়েছে ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দনপার্ক সংলগ্ন বাগবাড়ি এলাকায়। একইদিনে গভীর রাতে গাজোল থানার পাণ্ডুয়া এলাকা থেকে তিন মহিলা-সহ মোট ৯ জন বাংলাদেশিকে আটক করার পর ইংরেজবাজারের ওই হোল্ডিং সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা করেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। ধৃতদের মধ্যে তিনজন মহিলা এবং বাকি ছয় জন নাবালক ও নাবালিকা রয়েছে। যদিও এই ঘটনায় কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বাংলাদেশি পুলিশের হাতে ধরা পরেনি।

জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, তৃণমূল সরকারের আমলে গড়ে ওঠা একটি চারতলার কর্মতীর্থ ভবন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল। সেটিই আপাতত হোল্ডিং সেন্টার হিসাবেই ব্যবহার করার কথা জানিয়েছে প্রশাসন। ইতিমধ্যে ওই হোল্ডিং সেন্টারে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সিসিটিভি বসানো হয়েছে। ১২ জন পুলিশ, ৩ জন সিভিল ডিফেন্স, ৩ সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ও রান্নার জন্য দুইজন রাঁধুনি নিযুক্ত করা হয়েছে। কর্তব্যরত কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ার জানিয়েছেন, এত ঘন জঙ্গলের মধ্যে এই বিল্ডিং-এ বিষধর সাপ তো থাকবেই। তার ওপর আবার কেউ কেউ ভূত আতঙ্কের কথা বলছে। তাই কাজ করতে সত্যিই গা ছমছম করছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পরিত্যক্ত এই কর্মতীর্থ ভবনটি বর্তমানে দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। এছাড়াও চতুর্দিকে ঝোপ, জঙ্গল গড়ে ওঠায় বিষধর সাপ বিভিন্ন পোকামাকড়ের উৎপাত বেড়েছিল। এমনকি এই ধরনের বিষাক্ত পোকামাকড় আশেপাশের ঘরবাড়িতেও ঢুকে পড়ছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এটি হোল্ডিং সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করাতেই দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য কমবে এবং বিষধর পোকামাকড় দূর হবে। জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এখন যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তারা ধরা পড়লেই পুশব্যাক করার আগেই এই ভাবেই হোল্ডিং সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। ইংরেজবাজারের এই হোল্ডিং সেন্টারে একসঙ্গে অন্তত প্রায় ৫০০ জন বাংলাদেশি থাকতে পারবে।

চন্দনপার্ক সংলগ্ন এলাকার একাংশ বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন আগেই এই এলাকায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের মার্কেটিং-এর জন্য এই কর্মতীর্থ ভবন গড়ে তোলা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেটি আর ব্যবহার হতো না। এটি দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। এখন রাত দিন এখানে পুলিশ থাকায় আশেপাশের অনবসতিগুলি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। জেলা পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশিদের কাছে ভারতীয় কোনও নথি পাওয়া যায়নি। তবে দীর্ঘদিন ধরে এরা গাজোল থানার পাণ্ডুয়া এলাকায় ঝুপড়ি ঘর করে আস্তানা নিয়েছিল। রবিবার রাতে বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশ ওদেরকে আটক করে। এরপর আইন অনুযায়ী ওদেরকে বাংলাদেশি হিসেবেই ওই হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিএসএফের সঙ্গে কথা হয়েছে। দ্রুত পুশব্যাক পদ্ধতি অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা মালদার বিএসএফ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে আরও একবার রাজনৈতিক দোষারোপের পালা শুরু হয়েছে। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'তৃণমূলের আমলে এইসব কর্মতীর্থ, পথসাথী ভবনগুলো দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষের কোনও উপকার তো হতো না। দীর্ঘ দিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকার সিএএ আইন লাগু করেছে। কিন্তু এরাজ্যে তৃণমূল সরকার তা হতে দিচ্ছিল না। এখন হোল্ডিং সেন্টার চালু হতেই অবৈধ বাংলাদেশিরা পালাবার পথ পাবে না। পুলিশ ৯ জন বাংলাদেশিকে আটক করেছে। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে এরকম আরও কত বাংলাদেশি লুকিয়ে রয়েছে এখানে।' রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'নাগরিকত্ব দেওয়া এবং অবৈধ বাংলাদেশি তদারকি করে দেখার কাজ কেন্দ্র সরকারের। সত্যিকারের যারা অবৈধভাবে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের শাস্তি হোক। কিন্তু প্রকৃত ভারতীয়দের যাতে হয়রানি না করা হয়, সেই দাবিও আমরা প্রথম থেকে করে আসছি। তৃণমূল সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ভবন তৈরি করেছিল। কিন্তু এখন বিজেপি নানান ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।' যদিও মালদায় হোল্ডিং সেন্টার চালু হওয়ার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের পদস্থ কোনও কর্তারাই মন্তব্য করতে চাননি।

চন্দ্রকোনায় অবাক-কাণ্ড

পুরুষ হয়েও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের টাকা ঢুকছে তৃণমূল নেতার নামে!

সুমন মণ্ডল

চন্দ্রকোনা: হ্যাঁ, হেডিংয়ে যা পড়লেন তেমনটাই অভিযোগ। এমনই অবাক-কাণ্ড ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের মনোহরপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত মনোহরপুর এলাকায়। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা পেশায় ঠিকাকর্মী উত্তম কুমার সাউয়ের নামে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের টাকা ঢুকছে। বিষয়টি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

বিজেপির দাবি, অবিলম্বে ওই তৃণমূল নেতাকে সরকারি টাকা ফেরত দিতে হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অভিযুক্ত উত্তম কুমার সাউ অবশ্য দাবি করেছেন, বিষয়টি তিনি আগে জানতেন না। কয়েকদিন আগেই তাঁর নজরে আসে। তিনি জানান, উপভোক্তার নামের জায়গায় তাঁর নাম থাকলেও ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি তাঁর স্ত্রী মুনমুন সামন্তের। এই সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতে লিখিত আবেদন জানাবেন বলেও জানিয়েছেন। এবিষয়ে মনোহরপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাধুরী সিংহ দোলুই জানান, 'বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। বিজেপির কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা খতিয়ে দেখেছি। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এটি প্রযুক্তিগত কোনও সমস্যা।' যদিও বিজেপি নেতা সবুজ মজুমদার জানান, 'আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, তখন থেকেই এই ধরনের অভিযোগ আমাদের কাছে আসছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকতে দেওয়া হতো না। সরকার পরিবর্তনের পর প্রধানের সঙ্গে কথা বলে একটি তালিকা পাই। সেই তালিকা খতিয়ে দেখতে গিয়েই দেখি একজন ঠিকাকর্মী উত্তম সাউয়ের নামে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এর টাকা ঢুকেছে। আমরা আইনের দ্বারস্থ হব। পাশাপাশি সরকারি টাকা ফেরত দিতে হবে।'

বসিরহাট সীমান্তে দালাল-সহ ৩ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দালাল-সহ তিন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। সোমবার তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক জেল হেপাজতে নির্দেশ দেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢোকার সময় বিএসএফ ওই তিন জনকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানা এলাকায়। জানা যায়, শওকাত ফকির বাড়ি বাংলাদেশের নড়াইলে। বাংলাদেশ থেকে দালাল মারফত ভারতে আসার চেষ্টা করছিল বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারালি সীমান্ত দিয়ে। ঠিক তখন বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায় আব্দুর রহমান গাজী ও এরফান গাজী তারা মোটা টাকার বিনিময় ওই বাংলাদেশিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার করার চেষ্টা করছিল। তাদেরকে আটক করে থানার হাতে তুলে দেয় বিএসএফ।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: কঙ্কারিয়া এস্টেট, ৫ম ফ্লোর, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
দূরভাষ নং. ০৩৩-২২৮৮-০০৬৪ ইমেল: info@ludlowjute.com ওয়েবসাইট: www.ludlowjute.com
কর্পোরেট আইডেনটিটি নাম্বার (CIN) L65993WB1979PLC032394

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত ₹ লাখে

ক্র. নং		স্ট্যান্ডঅ্যালোন			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪৮১১	৯৫২২	৫৩২৭৮	৩০১৬৬
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	২৪০	৩৪০	২২০৯	(১৪১২)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য(ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৪০	৩৪০	২২০৯	(১৪১২)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১৩৮	২৫২	১৬১৬	(১০৫৭)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত)	২৪০	১৪৫৮	১৮৪১	২৬২
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি)	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত বাদে, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে উল্লিখিত মতো)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৭৫৩৮	১৫৬৯৬
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)				
	ক) মূল	১.২৮	২.৩৩	১৪.৯৬	(৯.৭৯)
	খ) মিশ্রিত	১.২৮	২.৩৩	১৪.৯৬	(৯.৭৯)

দ্রষ্টব্য :
১. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরিক্ষীত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত, ২৫ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব স্ব সভায় এবং এটির সীমায়িত পুনরীক্ষণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সম্পাদিত।
২. উপরেরটি ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ludlowjute.com) -এ পাওয়া যাবে।
৩. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানটি হল ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের বিষয়ে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যানগুলি এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত তারিখ থেকে বর্ষের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্য পরিসংখ্যান।
৪. বিগত সময়কালের রাশিসমূহ, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পুনর্শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
আশিষ চন্দ্রকান্ত আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN-10198821

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.০৫.২০২৬

সিউড়ির পুরপ্রধানকে স্মারকলিপি অস্থায়ী কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে সিউড়ি পুরসভায় পুরপ্রধানকে স্মারকলিপি দিলেন অস্থায়ী কর্মীরা। সোমবার অস্থায়ী কর্মীরা জোটবদ্ধ হয়ে সিউড়ি পুরসভায় বেতন বৃদ্ধির দাবি জানান। তাঁদের অভিযোগ 'কোভিড আমল' থেকে কাজ করলেও সে হারে তাঁদের বেতন বাড়েনি। প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট হারে বেতন বাড়ার কথা থাকলেও, এবছর সেই বেতন বৃদ্ধি না হওয়ায় আর্থিক সংকটে পড়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই নতুন সরকার রাজ্যে গঠিত হয়েছে। অস্থায়ী কর্মীদের ভবিষ্যৎ কি হবে সেই নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা উঠলেও সিউড়ি পুরসভার শতাধিক অস্থায়ী কর্মীরা পুর পরিষেবা যাতে সচল থাকে সেই জন্যই কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে পুরসভার গেটের সামনে কিছুদিন আগে ধরনায় বসেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছেও জানিয়েছেন। সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শারীরিক সমস্যার কারণে ছুটিতে থাকার পর সোমবার পুরসভায় এলে তাঁর কাছে এই অস্থায়ী কর্মীরা বেতন বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। পুর প্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় জানান, 'প্রতিবছর এপ্রিল মাসের বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের মিটিং ডেকে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বাড়ানো হয় কিন্তু এবছর যেহেতু বিধানসভার ভোট ছিল এবং তারপরেই নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই নতুন বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা হয়নি। তবে শীঘ্রই বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের মিটিং ডেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে জেলা প্রশাসনকে জানানো হবে।' পুরপরিষেবা সচল রাখতে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে বলে আশাবাদী পৌরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45201WB1996PLC077451
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৯, স্বায়িকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.)৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪৩৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, ইমেল: info@dynamicarchistructures.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (ইপিএস ছাড়া টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত/চলতি বর্ষ সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষের
		৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.০১	১.৬১	০.৪৮
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে #)	(৪.১২)	(০.৫০)	(১.৭১)
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	(৪.১২)	(০.৫০)	(১.৭১)
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	(৩.৭৭)	(০.৮৭)	(২.৩০)
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয়(করের পরে)]	(৩.৭৭)	(০.৮৭)	(২.৩০)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মৌলিক :	(৭.৫২)	(১.৭৩)	(৪.৬০)
	২. মিশ্রিত :	(৭.৫২)	(১.৭৩)	(৪.৬০)

দ্রষ্টব্য :
ক উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com -এ পাওয়া যাবে। নিচে কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এক্সেস করা যাবে।
খ #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা ইন্ড এএস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পোরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN- 00581351)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫.০৫.২০২৬

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

(পূর্বতন এসএসআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
রেজিঃ অফিস : "বৈভব" (৪এফ), ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN No: L74300WB1983PLC036342, টেলি নং: ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪, ই-মেল আইডি : ncml@nexomegroup.com, ওয়েবসাইট : www.nexomecap.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(₹ লক্ষ -তে, প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬-এ শেষ হওয়া বর্তমান সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পর্যন্ত পরিসংখ্যান (নিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া অনুরূপ ৩ মাস (নিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬-এ শেষ হওয়া বর্তমান সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পর্যন্ত পরিসংখ্যান (নিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া অনুরূপ ৩ মাস (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২,২৬৯.২২	৫,০৮৬.৫৯	১,১১৫.৬৬	২,২৭০.২৪	৫,০৯৬.৫৯	১,১২৩.৪৮
ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-)	১,৫১৯.৯১	১,৭৬১.৭৪	৫৬.৩০	১,৪৭২.৫৯	১,৬৭৫.৮৬	৫৭.৫০
ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী কর পূর্ব নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-)	১,৩২৫.৬৫	১,৫৬৭.৪৮	৫৬.৩০	১,২৭৮.৩৪	১,৪৮১.৬০	৫৭.৫০
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-)	৯৯২.১৬	১,১৫৭.১২	২৯.৪৪	৯৪৪.৭০	১,০৭১.২৯	৩০.৭৪
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় {এতে কর পরবর্তী মুনাফা/(লোকসান) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে}	(১০৮.২৮)	(১৮৭.১৮)	(১,৪৩২.১৮)	(১৫৩.৩৭)	(৩৭৭.৭০)	(১,৪৩১.৮৫)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন(ফেস ভ্যালু ১০/- টাকার প্রতি শেয়ার)	৮৮১.৫৫	৮৮১.৫৫	৫৮৭.৭	৮৮১.৫৫	৮৮১.৫৫	৫৮৭.৭
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
ক) মূল (₹)	১৬.১৬	১৯.৪৮	০.৫০	১৫.৩৯	১৮.০৩	০.৫২
খ) মিশ্রিত (₹)	১৪.৯৯	১৮.০২	০.৪৬	১৪.২৭	১৬.৬৮	০.৪৮

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের জন্য স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। এই আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nexomecap.com -এ।

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
কিশোর শাহ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00170502

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৫.০৫.২০২৬

তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে ডিবিটি লিঙ্ক করতে মহিলাদের লম্বা লাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: ঘাটাল স্টেট ব্যাংকের সামনে মহিলা গ্রাহকদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা গেল। সকাল থেকে এমনকী ভোরবেলা থেকেই বহু মহিলা ডিবিটি (ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার) লিঙ্ক করানোর জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রচণ্ড রোদে দাঁড়িয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, আগামী পহেলা জুন থেকে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্পে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এর আগে বিগত সরকারের আমলে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পে মহিলারা পেতেন দেড় হাজার টাকা। নতুন সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সেই ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

এই টাকা পেতে যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়, সেই কারণেই আগে থেকেই নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ডিবিটি লিঙ্ক ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে ভিড় জমিয়েছেন মহিলা গ্রাহকরা। গ্রাহকদের বক্তব্য, তাঁদের অ্যাকাউন্টে কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা তা ব্যাংক কর্মীদের কাছ থেকে নিশ্চিত হতেই তাঁরা লাইনে দাঁড়িয়েছেন। এদিকে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ঘাটাল শাখায় উপচে পড়া ভিড়ের জেরে সমস্যায় পড়েছেন অন্যান্য সাধারণ গ্রাহকেরাও। অভিযোগ, ডিবিটি লিংক করাতে আসা বহু মহিলা গেটের সামনে হুড়োহুড়ি করায় অন্যান্য গ্রাহকেরা প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ব্যাঙ্কে প্রবেশ করতে পারছেন না। এক গ্রাহক জানান, 'আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এত ভিড়ের কারণে ব্যাংকে ঢুকতেই পারছি না। আগামী কয়েকদিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে, তাই খুব সমস্যায় পড়ে গেছি। কী করবো বুঝতে পারছি না।'

হাবড়া হাসপাতাল সুপারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: হাবড়া হাসপাতাল সুপারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ নিয়ে এবার সরাসরি সরব হলেন হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে হাবড়া হাসপাতাল সুপার বিবেকানন্দ বিশ্বাস সম্পর্কে সমস্ত তথ্য দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। সঙ্গে হাসপাতাল সুপারকে এই নিয়ে হুঁশিয়ারিও দেন বিধায়ক। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল পরিবর্তন করতে হবে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে রাজ্যের জন্য অর্থ অনুমোদন করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরাতে সরব হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে হাবড়া হাসপাতালে দ্বিতীয় একটি গেট বন্ধ ছিল। ফলে বিপাকে পড়েন রোগী থেকে শুরু করে আত্মীয় পরিজন। এদিন বিধায়কের উপস্থিতিতে হাসপাতাল সুপারকে দিয়ে গেটটি খুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, হাসপাতালের দুই অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ থাকার কারণে তাদেরকে আপাতত ছুটিতে পাঠানোর জন্য হাসপাতাল সুপারকে নির্দেশ দেন বিধায়ক। দেবদাস মণ্ডল জানান, 'রোগীর পরিষেবার সঙ্গে কোনও রকম আপোশ করা যাবে না। দীর্ঘদিন ধরে দালাল চক্র থেকে শুরু করে আয়া রাজের শিকার হয়েছেন রোগী থেকে বিভিন্ন রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। সমস্ত কিছু অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সরকার পরিবর্তন হয়েছে। আগের সরকার এখন আর নেই। মানুষের পরিষেবা দেওয়াই হচ্ছে বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাই তাঁর বিরুদ্ধেও তদন্ত হবে।'

COSMIC CRF LIMITED

CIN:L27100WB2021PLC250447
Registered Office:19,Monohar Pukur Road,2nd Floor,Kolkata-700029
mail:cs@cosmiccrf.com, Phone :- +91 337964 7499
website:www.cosmiccrf.com

AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026 (₹ in Lakhs)

SL.NO	PARTICULARS	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Half Year Ended			Year Ended		Half Year Ended			Year Ended	
		31.03.2026 (Audited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	17,509.13	16,377.48	14,315.87	33,886.61	30,180.85	41,561.65	30,716.70	23,257.59	72,278.35	40,197.48
2.	Net Profit/(Loss) for the Period (Before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	1,454.49	2,086.56	878.28	3541.05	2478.91	3,064.56	3,115.24	1,488.30	6,179.80	3,117.05
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and/or Extra Ordinary Items)	1,454.49	2,086.56	878.28	3541.05	2478.91	3,064.56	3,115.24	1,488.30	6,179.80	3,708.63
4	Net Profit/(Loss) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	1,096.95	1,532.13	624.32	2629.08	1833.10	2,606.12	2,450.20	1,145.00	5,056.32	2,902.63
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the Period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	1096.7	1,532.13	624.32	2628.83	1833.10	2,605.97	2,450.20	1,145.00	5,056.17	2,902.63
6.	Paid-up Equity Share Capital	920.62	918.76	918.76	920.62	918.76	920.62	918.76	918.76	920.62	918.76
7.	Other Equity	39,539.80	38,144.74	36,612.62	39,539.80	36,612.62	42,505.45	39,977.64	37,972.47	42,505.45	37,972.47
8.	Earning Per Share										
	Basic	11.83	18.69	7.46	30.52	22.20	25.14	29.89	13.71	55.03	35.15
	Diluted	11.83	18.69	7.46	30.52	22.20	25.14	29.89	13.71	55.03	35.15

Notes on Standalone and Consolidated Financial Results :

1. These Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the half year ended 31st March 2026 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective board meetings held on 25th May 2026 .The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of these results and have expresed an unmodified conclusion in their report. The results are being published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015.
2. The Audited Standalone and Consolidated Financial Fesults for the year ended 31st March 2026 of the Company has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards (IND AS) as pescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 read with rule 3 of the companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereof .
3. This is the first period for which the Company has prepared the financial results in compliance with Ind AS. Prior to April 1, 2025, the Company had prepared its financial statements in accordance with the Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (previous GAAP).
4. The figures for the corresponding previous period have been restated to comply with Ind AS to make them comparable with the current period's results. The transition to Ind AS has been carried out in accordance with Ind AS 101 "First-time Adoption of Indian Accounting Standards", and the impact of transition on retained earnings, if any, has been disclosed in the accompanying Statement of Audited Financial Results.
5. The Company and its subsidiary companies operate on one segment hence no sepearate segment reporting is required.
6. Earning per share have been calculated on the weighted average of the share capital outstanding during the end of the half year i.e 30th September/or at the end of the year. Half yearly EPS is not annualised.
7. During the Financial Year 2024-25, the company has issued 3,15,000 nos of Convertible Share Warrants with issue price of Rs.1614/- per Warrant receiving 25 % of consideration amount to be converted to equal numbers of Equity Shares within 18 months from the date of allotment upon receipt of balance consideration amount , out of the said warrants balance 75% of consideration amount have been received for 18,600 Convertible Share Warrants have been converted to Equity Shares .
8. The legal issue of arbitration matter involving the Contingent Liability of Rs.1034.33 Lakhs is pending for adjudication with the Ex-Supreme Court Judge as the Sole Arbitrator and is in process , the financial effect if any will be provided on settlement of the issue.
9. The Company has submitted Resolution Plan under CIRP for Acquisition of M/s Amzen Transportation Industries Pvt Ltd in June 2024 along with other bidders. During the bidding process , there was some legal disputes in regards to eligibility u/s 29A of IBC Act 2016 for which the company has to move to The Hon'ble NCLAT and the Hon'ble Supreme Court . On 14th May 2026, the Hon'ble Supreme Court of India has pronounced the verdict in favour of the company to be eligible to participate in the CIRP of the Corporate Debtor.
10. The Government of India has notified the Labour Codes with effect from November 21, 2025, and issued related Rules and FAQs. Pursuant thereto, the Company has revised the compensation structure of its employees with effect from April 1, 2026. Accordingly, the consequential impact of the revised salary structure on gratuity liability will be reflected prospectively in the actuarial valuation in subsequent financial periods. The Company continues to monitor further developments and clarifications relating to the implementation of the Labour Codes.
11. The Consolidated Financial Results include the financial results of both subsidiaries of the company namely M/s N. S. Engineering Projects Pvt Ltd and M/s Cosmic Springs & Engineers Ltd which have become subsidiaries from the financial year 2024-25.
12. The aforesaid Financial Results for the Half Year and Financial Year ended 31st March 2026 are also being disseminated on the website of the Company i.e www.cosmiccrf.com

Place : Kolkata
Date : 25th May, 2026

For and on behalf of the Board of Directors
Cosmic CRF Limited
Sd/-
Aditya Vikram Birla
Managing Director
IN: 06613927

‘যুদ্ধের জেরে অকল্পনীয় মূল্যবৃদ্ধি’ উদ্বেগ প্রকাশ অর্থমন্ত্রী নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: ইরান যুদ্ধের ধাক্কায় কেবল জ্বালানির দাম বাড়ছে না, মাত্রাছাড়া হারে বাড়ছে সারের দাম। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে আমজনতার ভাতের থালায়। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন খোদ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তাঁর কথায়, ‘সারের দাম অকল্পনীয় পর্যায় পৌঁছে গিয়েছে। এই অবস্থায় তিনটি জিনিসের উপর নজর রাখতে হচ্ছে ভারতকে। সেগুলি হল জ্বালানি, সার এবং বিদেশিমুদ্রা।’

সম্প্রতি তিন ধাপে জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে কেন্দ্র। গত এগারো দিনে ৭ টাকা ৩৮ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম। এমন সময় মুম্বইয়ে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের অনুষ্ঠানে দেশে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে নির্মলা সীতারমণের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, বিদেশিমুদ্রার খরচ কমাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে পরামর্শ দিয়েছেন দেশবাসীকে, তা বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর পরেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, ‘এই মুহূর্তে নজরে থাকবে তিনটি এফ, যথাক্রমে ফুয়েল (জ্বালানি), ফার্টিলাইসার (সার) এবং ফোরেক্স (বিদেশিমুদ্রা)’ যোগ করেন, অশোধিত তেলের দাম বাড়াই একমাত্র চ্যালেঞ্জ নয়। নির্মলা বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যের সংকট শুধু একটি কূটনৈতিক বা ভূ-রাজনৈতিক বিষয় নয়। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের জন্য এর অর্থ জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, পণ্য পরিবহনে বিলম্ব, জাহাজের খরচ বৃদ্ধি, কাঁচামালের ঘাটতি, মূলধনের উপর চাপ এবং রপ্তানি অনিশ্চয়তা।’ যদিও বিরোধীদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আর্থিক চাপের কথা স্বীকার করলেও দেশের অর্থনৈতিক পতনের বিষয়টি মানতে নারাজ।

কিভ লক্ষ্য করে আবার ওরেশনিক ছুড়ল রাশিয়া

কিয়েভ, ২৫ মে: রাতভর ইউক্রেনের কিভ অঞ্চলে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। আর তাতে ব্যবহার করেছে আধুনিক দূরপাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ওরেশনিক। ওই হামলায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন চার জন। ইউক্রেনে হামলার (২০২২) পর থেকে এই নিয়ে তৃতীয় বার ওরিশনিক ব্যবহার করল রাশিয়া।

২০২৪ সালে ইউক্রেনের দিনিপ্রো লক্ষ্য করে প্রথম বার ওরেশনিক ছুড়েছিল রাশিয়া। সে সময় রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন জানিয়েছিলেন, এই ক্ষেপণাস্ত্রে একাধিক ওয়ারহেড বা মাথা রয়েছে। তবে একসঙ্গে বহু মানুষ নিধন করতে পারে না ওরেশনিক। কারণ তার কোনও মাথায় পারমাণবিক অস্ত্র নেই। তবে সামরিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, ওরেশনিকের মাথায় পারমাণবিক অস্ত্রও প্রয়োগ করা সম্ভব। শব্দের চেয়ে ১০ গুণ বেশি গতিবেগে ছোটে ওই ক্ষেপণাস্ত্র। প্রতিপক্ষ বুঝে ওঠার আগেই আঘাত করে লক্ষ্যবস্তুতে।

আমেরিকা জানিয়েছে, এই ক্ষেপণাস্ত্র একাধিক পরমাণু অস্ত্র বহন করতে সক্ষম। ইউক্রেনের যে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, তার ওরেশনিক প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, সেন্ট্রাল ইউক্রেনের বিলা সেরকভা শহরে এই হামলা চালানো হয়েছে। রাশিয়ার শাস্তি দাবি করেছেন তিনি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশ বিষয়ক প্রধান কাজা কাল্লাস, ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎজ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন।

ইউক্রেন বায়ুসেনার দাবি, এক রাতে ৬০০টি ড্রোন এবং ৯০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রাশিয়া। ৬০৪টি অস্ত্র তারা গুলি করে নামিয়েছে। তবে সবচেয়ে মারাত্মক ছিল ওরেশনিক। রাশিয়ার সূত্রেই জানা গিয়েছে, দূর থেকে ছুটে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে ওরেশনিক। ৩,০০০ থেকে ৫,৫০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

সমাধানের অসাধ্যসাধন

পুনে, ২৫ মে: এমন এক পৃথিবীতে, যেখানে অজুহাতের ছড়াছড়ি আর অসাধারণ সাফল্য অত্যন্ত বিরল, সেখানে পুনে-ভিত্তিক উদ্যোগপতি সমাধান ওয়াকচুয়ারে এক অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করেছেন। ১০ মে তিনি ‘আয়রনম্যান ভিয়েতনাম ২০২৬’ -এর ফিনিশ লাইন অতিক্রম করেন, এটি পৃথিবীর অন্যতম কঠোর ও কষ্টসাধ্য সহনশীলতা-ভিত্তিক প্রতিযোগিতা। তিনি ১৩ ঘণ্টা, ২৭ মিনিট ও ২০ সেকেন্ড সময়ে এই প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ পথ পাড়ি দেন। এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে তিনি কেবল বিশ্ব ক্রীড়া মানচিত্রে নিজের নামই খোদাই করেননি, বরং এমন প্রতিটি সাধারণ মানুষের প্রতি এক জোরালো বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, যারা কখনও না কখনও নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে সংশয়ে ভুগেছেন।

কাশ্মীরে ১২ বছরের কন্যাকে ধর্ষণ ও খুন

শ্রীনগর, ২৫ মে: জম্মু ও কাশ্মীরে ১২ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরত্বেই ওই কিশোরীর দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। দোষীর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের তরফে তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। নিহতের দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। ঘটনাটিকে তিনি ‘মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক’ বলে বর্ণনা করেছেন এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন। কিশোরীর পরিবারের পাশে থাকবে কাশ্মীর সরকার।

জম্মু ও কাশ্মীরের বুদগাম জেলার গালওয়ানপোড়া গ্রামের ওই কিশোরী শনিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিল। রবিবার সকালে বাড়ির কাছের মাঠ থেকে তার দেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) তৈরি করেছে কাশ্মীর পুলিশ। সম্ভাব্য সকল দিক তারা খতিয়ে দেখছে। পুলিশের তরফে গ্রামবাসীদের স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়েরা জানাচ্ছেন, শনিবার বিকেল ৪টে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওই কিশোরী। ধর্মীয় ক্লাসে গিয়েছিল, তাই তার সঙ্গে কোরানও ছিল।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। বুদগামের এসএসপি হরিপ্রসাদ কেকে জানিয়েছেন, রবিবার সকাল ৭টা ১৫ মিনিট নাগাদ মাঠে নিখোঁজ কিশোরীর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। জায়গাটি তার বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরে। যাবতীয় মেডিক্যাল এবং আইনি নিয়ম পালন করেছে পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুনের ইঙ্গিত মিলেছে।

এক গ্রামবাসীর কথায়, ‘এলাকায় এত বাড়িঘর থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে ও নিখোঁজ হয়ে গেল, আমাদের মাথায় ঢুকছিল না। খুনিকে অবিলম্বে ধরতে হবে। শাস্তি দিতে হবে। আমরা মেয়েটার জন্য বিচার চাই।’ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাশ্মীরে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা এবং নারী নিরাপত্তা নিয়ে।

মহারাষ্ট্রে গভীর খাদে গাড়ি পড়ে মৃত ৮

মুম্বই, ২৫ মে: মহারাষ্ট্রে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। গভীর খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিশেষত রাতে আম্বেনালি ঘাট এলাকাটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রায়ই সেখানে দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, যে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা মহাবালেশ্বরে বেড়াতে এসেছিলেন। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হল না। পুলিশের তরফে মৃতদের নাম প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। তাঁরা হলেন অংশ সমীর চভন (১৯), রীতেশ রাজেন্দ্র লোখাণ্ডে (২২), সুহাস জিতেন্দ্র লোখাণ্ডে (২০), উৎকর্ষ আনন্দ শিংতে (২১), নিখিল অভিমন্যু শিংতে (২৫), মহেশ অনিল পওয়ার (২৫), আদিত্য অশোক সালুনখে (২১), রাজেশ অশোক কাটকর (৩৫)। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাতে গাড়িটি কোঙ্কন থেকে সাতারার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। কিছুদূর যাওয়ার পরই আম্বেনালি ঘাটের কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের গভীর খাদে গিয়ে পড়ে।

ময়দান

অভিষেকের ৬ দিনের নীরবতা ঘিরে জল্পনা, লিগ জয়ের পরেও প্রশ্নে ডায়মন্ড হারবারের ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডায়মন্ড হারবার সাফল্যের নেপথ্যে শুরু থেকেই অন্যতম বড় মুখ ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্লাবের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে দল গঠন, পরিকাঠামো উন্নয়ন কিংবা ফুটবলারদের মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা;সব ক্ষেত্রেই তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি চোখে পড়েছে। তাই ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ জয়ের পর দীর্ঘ সময় তাঁর নীরবতা স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ফুটবলমহলে।

গত কয়েক বছরে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব যে উত্থান দেখিয়েছে, তা ভারতীয় ফুটবলে বিরল। ২০২২ সালে কলকাতা ফুটবল লিগ দিয়ে যাত্রা শুরু করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা নিজেদের শক্তিশালী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। ধারাবাহিকভাবে আই লিগ তিন এবং আই লিগ দুইয়ে সাফল্য পাওয়ার পর এবার ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ক্লাবটির জন্যে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সেই সাফল্যের সুবাদেই আগামী মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করেছে তারা।

লিগ জয়ের পর অবশেষে সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ক্লাবের চার বছরের যাত্রাপথকে তস্বপ্ন, সংকল্প, দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের গল্পদ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ওঠা থেকে শুরু করে একের পর এক লিগ জয়ের স্মৃতিও তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবকে তিনি শুধু একটি ফুটবল দল হিসেবে দেখেন না, বরং পশ্চিমবঙ্গের ফুটবল সংস্কৃতির নতুন প্রতীক হিসেবেই তুলে ধরতে চান।

তবে প্রশ্ন অন্য জায়গায়। ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়ার পরও তাঁর প্রতিক্রিয়া আসতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে। সাধারণত ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের কোনও সাফল্যের পর দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে দেখা যেত তাঁকে। ফলে এবারের এই দেরি নিয়েই শুরু হয়েছে জল্পনা। অনেকেই মনে করছেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রশাসনিক পালাবদলের আবহে ক্লাবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে হয়তো কিছু অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কারণ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের মতো বড় মঞ্চে টিকে থাকতে গেলে প্রয়োজন শক্তিশালী আর্থিক বিনিয়োগ, উন্নত পরিকাঠামো এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি ছিল তাদের আগ্রাসী দলগঠন এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ। কিন্তু আগামী দিনে সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন অনেক সমর্থক। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্রতিযোগিতা অনেক কঠিন। সেখানে শুধু আবেগ দিয়ে নয়, আর্থিক এবং প্রশাসনিক শক্তিতেও এগিয়ে থাকতে হয়। ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেরিতে আসা শুভেচ্ছাবার্তা অনেকের কাছেই কেবল আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং ভবিষ্যৎ নিয়ে এক ধরনের সতর্ক ইঙ্গিত হিসেবেও ধরা পড়ছে। তবে এটাও ঠিক, চার বছরের মধ্যে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসে দেশের অন্যতম বড় ফুটবল মঞ্চে জায়গা করে নেওয়া নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্য। এখন দেখার, ইন্ডিয়ান সুপার লিগের কঠিন পরিবেশে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব নিজেদের সেই স্বপ্নের যাত্রা কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

‘সাই’-তে উদযাপিত কমনওয়েলথ দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ক্রীড়া ক্ষেত্রে ফিটনেস বা শারীরিক সুস্থতা এবং সামাজিক মেলবন্ধনের বার্তা নিয়ে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রে সফলভাবে আয়োজিত হলো ‘ফিট ইন্ডিয়া, সানডে অন সাইকেল’ কর্মসূচি। পাশাপাশি কমনওয়েলথ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এবং সাই-এর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের রিজিওনাল ডিরেক্টর শ্রী শিবানন্দ মিশ্রের নেতৃত্বে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ড. শরদ্বত মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতের একাধিক খ্যাতনামা কমনওয়েলথ পদকজয়ী ক্রীড়াবিদ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী তিরন্দাজ রাহুল ব্যানার্জি, ২০১০ কমনওয়েলথ গেমসের সোনা ও ব্রোঞ্জজয়ী তিরন্দাজ দোলা ব্যানার্জি, কমনওয়েলথ পদকজয়ী অ্যাথলিট রহমতুল্লা মোল্লা এবং ২০০২, ২০০৬ ও ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ী বিশিষ্ট টেবিল টেনিস তারকা মৌমা দাস। এদিনের এই সাইকেল র‍্যালিতে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সিআরপিএফ, এসএসবি, সিআইএসএফ সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিক, শহরের একাধিক সাইক্লিং ক্লাব, স্কুলপড়ুয়া, স্থানীয় বাসিন্দা এবং ‘সাই’-এর নিজস্ব কর্মী ও কোচেরা মিলিয়ে ৩০০-রও বেশি প্রতিযোগী এই কর্মসূচিতে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের কৃতি ক্রীড়াবিদদের অবদান ও সাফল্যকে উদযাপন করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে একটি সুস্থ ও সক্রিয় জীবনধারা বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করা। সামগ্রিকভাবে, এই উদযাপন শুধু ফিটনেসের বার্তাই ছড়িয়ে দেয়নি, বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির এক অনন্য নজির গড়ে তুলেছে। একই সঙ্গে ‘ফিট ইন্ডিয়া’ আন্দোলনের মূল ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করে একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের বার্তাকে তুলে ধরেছে।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া - ৭১১ ১০১
দূরভাষ (৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১-১৩; ফ্যাক্স (৯১-৩৩) ২৬৪১-২৬১৩
ওয়েবসাইট www.myhmc.in, ই-মেইল hmc.it.department@gmail.com
আই. টি. বিভাগ

নং ০০৩/ইই/আইটি/২৬-২৭ **ই-টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ** তারিখ : ২২-০৫.২০২৬

ডিজিটাল কপিয়ার মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা সহায়তার জন্য প্রখ্যাত সার্ভিস প্রদায়ক সংস্থা/এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত সরাসরি পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট **https://wbtenders.gov.in** থেকে। ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যে ৬ টার মধ্যে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দফার বিস্তারিত পাওয়া যাবে এইচএমসি এর ওয়েবসাইট : www.myhmc.in থেকে। পৌর সংস্থা কোনও কারণ না দেখিয়েই টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।

৮(১)/২৬-২৭
২৫.৫.২৬

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (আইটি)
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 622(2nd Call), 654(2nd Call), 656(2nd Call), 657(2nd Call) & 666(2nd Call) and NIeT 37 to 54/2026-2027, Dated- 22-05-2026 & 25-05-2026

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for Civil an Electrical works at Malda, Dakshin Dinajpur, Paschim Medinipur, Bankura, Purulia, Hooghly and Birbhum District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **23-05-2026, 25-05-2026 & 26-05-2026 after 09.00 am.** Bid submission end date- **02-06-2026, 08-06-2026 & 09-06-2026 upto 3.00 pm.**

Date: 25.05.2026 Sd/- Executive Engineer/ General Manager

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD. e-NIT
Executive Engineer (A-I), SWI Division No. 1, Midnapore, WRI&DD invites e-tender for 'Survey and Investigation in respect of clearance for extraction of ground water for irrigation, industrial, commercial and domestic, infrastructure and mining sectors through ‘Permit’ under ‘The West Bengal Ground Water Resources (Management, Control & Regulation) Act, 2005’ under the Executive Engineer (A-I), SWI Division No. I , Midnapore, Paschim Medinipur under Core Sector Programme, for Paschim Medinipur District vide e-NIT No- SWID/EE(AI)/MID/e-NIT-16/ 25-26 (2ND Call), ID- **2026_SWID_ 1025011_1** estimated value is Rs. 473546.00, and **last dropping date 10/06/2026 at 11:00 AM.** Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for details.
Sd/- Executive Engineer (A-I), SWID No. 1, Midnapore
ICA- T8534(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/GAP-I/EM/KMDA/ T-01(E)/2026-27
Online two-part item rate e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/GAP-I, E/M Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, Kolkata-700006, from reliable, resourceful, bona-fide and experienced agencies, for the work, **Name of the Work, Estimated Amount, Earnest Money to be Deposited, Time of Completion,** Supply, delivery of necessary consumables for smooth functioning of sewage pumps at Serampore LS-I, Serampore LS-II & Serampore LS-III under GAP-I, EM, KMDA., Rate to be quoted, Rs.4,700/- (Balance amount to determine @2% of contract/accepted amount is to be deposited before issuing of work order), 10 days, **Last date & time for online Tender Submission: 08.06.2026, 13:00 hrs.,** for details contact the above office or visit both websites. www.kmda.wb.gov.in (KMDA-35), www.wbtenders.gov.in
ICA- T8582(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KNHED/PWDte. invite online e-tender for the work “Operation / attendant of Air Conditioning system for TCCC at College of Medicine and Sagor Dutta Hospital for One Year. e-NIT No. WBPWD/EE/KNHED/NIQ-05/26-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5013853_1. Submission Closing Date extended from 25/05/2026 to 02/06/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Chakraborty/EE/KNHED/PWDte.
ICA- T8608(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-24/2025-26 (3rd Call); Tender ID-2026_WBPWD_5013842_1 is hereby extended up to 01/06/2026 upto 11:00 AM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T8595(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
Office of the Sub-Divisional Officer
Kangsabati Canals Sub-Division No.-IV
Sarenga, Bankura
ABRIDGED NOTICE of e-tender NOTICE
e-N.I.T No - WBIW/SDO/KCSD-IV/ e-NIT- 01(e)/2026-27 [3rd Call]
On behalf of the Honorable Governor of W.B. The Sub-Divisional Officer Kangsabati Canals Sub-Division No.-IV, Sarenga, Bankura (Irrigation & Waterways Department) invites 1 (one) no. online e-tender (value ranges from Rs. 1.00 lakh to Rs.- 5.00 Lakh) in the Block-Sarenga, Simlapal Dist-Bankura, Block-Garhbeta-II Dist-Paschim Medinipur. Bid submission start date : **26.05.2026 at 11:00 A.M.** Bid submission last date : **02.06.2026 at 11:00 A.M.** Detailed information, downloading & uploading are available from the website www.wbiwd.gov.in & www.wbtenders.gov.in Further corrigendum and addendum, if issued, will be published in website. Sd/- Sub-Divisional Officer Kangsabati Canals Sub-Division No.-IV Sarenga, Bankura.
ICA- T8531(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD.e-NIT
Executive Engineer, Bankura (AM) Division, Bankura invites e-Tender for Development and Laying of underground existing UPVC Pipeline at a depth of 2Mtr from below ground level of length approx. 60 mtrs along with encased by 600 mm dia NP3 pipes at construction site of the proposed State Highway 9 (SH-9), Pratappur more (near Food go-down) Salgara mouza, Barjora block, Dist: Bankura under Deposit work 2026-27 & Internal wiring in the Pump House of 1 No Govt owned Major RLI Under Non Plan Programme 2026-2027 Under Bankura (AM) Division, Bankura. Tender Reference Number : WBWRIDDEEAM/BANeNIT-01/ DEPOSIT WORK /26-27, WBWRIDDEEAM/BANeNIT-02/NP/26-27, E-Tender ID'S–**2026_WRDD_1025140_1, 2026_WRDD_1025144_1,** Maximum Estimated value put to tender Rs 4,46,303.45 **Last dropping date is 03.06.2026 up to 14.00 Hrs.** Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for details.
SD/- Executive Engineer Agri-Mech, Bankura(AM)Division Bankura
ICA- T8611(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT (Online) No:- 1 of (Sl. 1 to 4) of AE, PWD, Plassey Sub-Division2026-2027. Name of Works:- **1.** Annual maintenance and repair of building and S and P works of all Govt. buildings (Resi and Non-Resi) under the Jurisdiction of Plassey Sub-Division, P.W.Dte. During the year 2026-27. **2.** Supplying and pre-coating stone material and Repairing of Potholes by Pre-coated of stone material during monsoon at different Road under Karimpur Section under Plassey Sub-Division, PWD in the district of Nadia during the year 2026-27. **3.** Supplying and pre-coating of stone material and Repairing of Potholes by Pre-coated of stone material during monsoon at different Road under Plassey Section under Plassey Sub-Division, PWD in the district of Nadia during the year 2026-27. **4.** Supplying and pre-coating stone material and Repairing of Potholes by Pre-coated of stone material during monsoon at different Road under Tehatta Section under Plassey Sub-Division, PWD in the district of Nadia during the year 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5014439_1/2/3/4. Bid Submission start date (Online):- 25.05.2026 at 11.00 A.M. Bid Submission Closing date (Online):- 05.06.2026 upto 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIET and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Plassey Sub-Division, PWD.
ICA- T8605(1)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
REPAIR AND PAINTING OF BOUNDARY WALL, INCLUDING FIXING OF CONCERTINA COIL AND SWITCHYARD AREA CONCRETING AT TILPARA INTAKE PUMP HOUSE, BKTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5468, Dtd: 21/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4199/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2-part bid system for the job **“REPAIR AND PAINTING OF BOUNDARY WALL, INCLUDING FIXING OF CONCERTINA COIL AND SWITCHYARD AREA CONCRETING AT TILPARA INTAKE PUMP HOUSE, BKTPS.” Tender Document Download Start Date:** 25.05.2026, 10:00 AM., **Bid Submission End Date:** 16.06.2026, 04:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604/ 8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8570(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
NIT FOR MEGA ALL RISK INSURANCE PACKAGE FOR KTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/CORP/CC-5467, Dtd: 20/05/26
NIT No: WBPDCL/CORP/NIT/E2232/26-27 Dtd:- 20.05.2026
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER (M&C), Corporate Office, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2 Part bid system for **“NIT for Mega All Risk Insurance Package for KTPS”. Tender Document Download Start Date:** 20-May-2026, 05:30 PM., **Bid Submission End Date:** 05-Jun-2026, 05:30 PM. **Contact Person:** Mr. Shiladitya Chakraborty, Sr. Manager (M&C). **Contact No.:** 9433430567. **E-mail:** schakraborty01@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8540(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROVIDING MOBILE VOICE & DATA AND DATA CARD CONNECTION FOR WBPDCL EMPLOYEES FOR THREE YEARS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/CORP/CC-5485, Dtd: 21/05/26
NIT No: WBPDCL/CORP/NIT/E2242/26-27/E1329074/S-1176(ITC)
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER (M&C), Corporate Office, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2 Part bid system for **“PROVIDING MOBILE VOICE & DATA AND DATA CARD CONNECTION FOR WBPDCL EMPLOYEES FOR THREE YEARS”. Tender Document Download Start Date:** 25-MAY-2026, 02:00 PM., **Bid Submission End Date:** 18-JUNE-2026, 02:00 PM. **Contact Person:** Smt. Ayantika Sil, Sr. Manager (M&C). **Contact No.:** 9474973378. **E-mail:** asil@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8548(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF NUMERICAL UNDER VOLTAGE RELAYS FOR VARIOUS 415V BUS UNDER TESTING DEPTT., STPS, WBPDCL
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/STPS/CC-5484, Dtd: 21/05/26
NIT No: WBPDCL/STPS/NIT/E4366/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, STPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **“Procurement of Numerical Under Voltage Relays for various 415V Bus under Testing Deptt., STPS, WBPDCL." Tender Document Download Start Date:** 27.05.2026 from 15:00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 10.06.2026 within 15:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. D. Biswas, DGM (Purchase), STPS. **Contact No.:** 8336904045. **E-mail:** dbiswas@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8553(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF DIFFERENT IT SPARES FOR DAY TO DAY MAINTENANCE OF COMPUTERS INCLUDING UPGRADATION OF OLD COMPUTERS UNDER ITC DEPTT., STPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/STPS/CC-5483, Dtd: 21/05/26
NIT No: WBPDCL/STPS/NIT/E4365/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, STPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **“Procurement of different IT Spares for day to day maintenance of Computers including upgradation of old Computers under ITC Deptt., STPS". Tender Document Download Start Date:** 28.05.2026 from 15:00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 08.06.2026 within 14:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. D. Biswas, DGM (Purchase), STPS. **Contact No.:** 8336904045. **E-mail:** dbiswas@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8556(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF SILICA GEL FOR COMPRESSED AIR DRIERS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5471, Dtd: 21/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/OT/E4226/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the GENERAL MANAGER-BKTPP, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2 Part bid system for **“Procurement of Silica Gel for Compressed Air Driers.” Tender Document Download Start Date:** 25.05.26 at 12.00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 10.06.26 at 15:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Sumit Dasgupta, DGM/HOD (Purchase Deptt.), BkTPS/WBPDCL & Mr. Subhro Sen, Sr.Mgr (P.S)-Purchase, WBPDCL. **Contact No.:** 8336903911/9830534969. **E-mail:** s.dasgupta@wbpdcl.co.in / s.sen01@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8560(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
BI-ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF VARIOUS EQUIPMENTS LIKE DOZERS, DG SETS, FIRE PUMP, LOCO ENGINE, CRANES, FIRE TENDERS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5452, Dtd: 20/05/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3934/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **“Bi-Annual maintenance contract of various equipments like Dozers, DG sets, Fire pump, Loco Engine, Cranes, Fire Tenders." Tender Document Download Start Date:** 23/05/2026 at 11.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 20/06/2026 at 15.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8566(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

EKDIN 26.05.2026 PAGE 8 TARGET_Layout 1 5/25/2026 3:08 PM Page 1

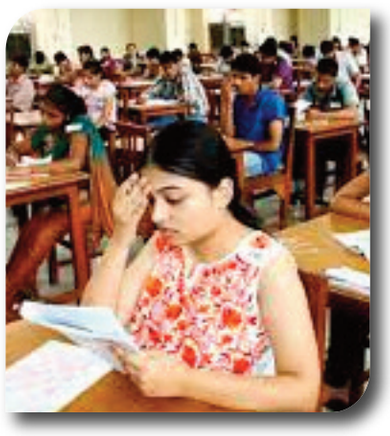

টার্গেট

মঙ্গলবার • ২৬ মে ২০২৬ • পেজ ৮

পাশ-ফেল প্রথা

প্রয়োজন, সীমাবদ্ধতা ও এক ভারসাম্যপূর্ণ পথের সন্ধান

রীপা পাল

শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ের অক্ষরে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের বোধ, বিবেচনা ও ব্যক্তিত্ব গঠনের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মূল্যায়ন। বহুদিন ধরে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তপাশ,ফেলদ প্রথা সেই মূল্যায়নের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বছরের শেষে একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাফল্য নির্ধারণ করে তাকে উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়। সমাজে ধীরে ধীরে এমন ধারণা গড়ে উঠেছে যে পাশ মানেই সাফল্যের স্বীকৃতি, আর ফেল মানেই ব্যর্থতার কলঙ্ক। কিন্তু বাস্তবতা কি এত সরল? পাশ,ফেল প্রথা কি সত্যিই শিক্ষার মান রক্ষার একমাত্র উপায়, নাকি এটি আমাদের মানসিকতার একটি পুরোনো কাঠামো?

পাশ,ফেল ব্যবস্থার পক্ষে যে যুক্তিগুলি তুলে ধরা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের বিকাশ। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে থাকলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোযোগী হয়; এমন ধারণা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে ছোটবেলা থেকেই প্রস্তুতি প্রয়োজন; পাশ,ফেল প্রথা সেই প্রস্তুতির মানসিকতা তৈরি করে বলে অনেকে মনে করেন। তদুপরি, উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়ায় একটি ন্যূনতম মান নির্ধারণ অপরিহার্য। সবাই সমান দক্ষতায় উত্তীর্ণ হতে পারে না; এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে একটি মানদণ্ড প্রয়োজন, যা পাশ,ফেল পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ফলে এই ব্যবস্থাকে অনেকেই শিক্ষার মান সংরক্ষণের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচনা করেন।

কিন্তু একই সঙ্গে এই প্রথার সীমাবদ্ধতাও অনস্বীকার্য। তফেলদ শব্দটি অনেক শিক্ষার্থীর কাছে কেবল একটি ফলাফল নয়, বরং আত্মসম্মানে আঘাতের সমান। অল্পবয়সে বারবার ব্যর্থতার তকমা পেলে তাদের মনে ভয়, লজ্জা ও হীনমন্যতা জন্ম নিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, একটি পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত নম্বর না পাওয়ার কারণে একজন মেধাবী শিক্ষার্থী নিজেকে অযোগ্য ভাবতে শুরু করে। পরীক্ষানির্ভর এই ব্যবস্থায় মুখস্থবিদ্যার প্রবণতা বাড়ে, সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে। অথচ শিক্ষা হওয়া উচিত এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে ভুল করার স্বাধীনতা থাকবে এবং সেই ভুল থেকেই শেখার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রাথমিক স্তরে ফেলবিহীন ব্যবস্থা চালুর পেছনে ছিল শিশুর মানসিক বিকাশের বিষয়টি বিবেচনা করা। ধারণা ছিল, ছোটদের মধ্যে অযথা ভীতি সঞ্চার না করে শেখার আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার। কিছু ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক ফলও দেখা গেছে; বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, ফেলজনিত আতঙ্ক কমেছে। তবে অন্যদিকে অভিযোগ উঠেছে, বাধ্যবাধকতা না থাকলে অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনায় শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সম্পূর্ণ ফেলবিহীন ব্যবস্থা যেমন প্রশ্নাতীত নয়, তেমনি কঠোর পাশ,ফেল প্রথাও সমাধানের একমাত্র পথ নয়।

মূল সমস্যা আসলে পদ্ধতিতে নয়, দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমরা যদি পাশকে চূড়ান্ত সাফল্য এবং ফেলকে চূড়ান্ত ব্যর্থতা হিসেবে দেখি, তবে শিক্ষা তার মানবিকতা হারায়। বরং মূল্যায়ন হওয়া উচিত এমনভাবে, যাতে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও মানসিক বিকাশের প্রতিফলন ঘটে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, উপস্থাপনা, ব্যবহারিক দক্ষতা; এসবের সমন্বয়ে একটি বহুমাত্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভব। কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট মানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে তাকে শাস্তি না দিয়ে সহায়তা ও পুনরায় শেখার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এতে ফেল শব্দটি ভয়ের প্রতীক না হয়ে উন্নতির প্রেরণায় পরিণত হবে।

উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত জীবনে একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেই মান নির্ধারণের পদ্ধতি যেন মানবিক হয় এবং শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদায় আঘাত না করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা জরুরি। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ নয়; বরং নিজেকে জানার ও গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা। পাশ,ফেল প্রথা যদি সেই গড়ে ওঠার পথে সহায়ক হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য; আর যদি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তবে তার সংস্কার অপরিহার্য।

অতএব, পাশ,ফেল প্রথা থাকা বা না থাকা; বিষয়টি সাদা-কালো নয়। এর উভয় দিকেই যুক্তি ও বাস্তবতা রয়েছে। প্রয়োজন একপাক্ষিক অবস্থান নয়, বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষা তখনই সত্যিকার অর্থে সফল হবে, যখন তা ভয়ের নয়, প্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে; যখন ব্যর্থতাকেও শেখার একটি স্বাভাবিক ধাপ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। পাশ ও ফেল; এই দুই শব্দের বাইরে গিয়ে যদি আমরা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারি, তবেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে সত্যিকার অর্থে আলোকিত ও ফলপ্রসূ।

পড়াশোনার চাপ ও সৃজনশীলতার সংকট

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোথায় দাঁড়িয়ে

শতাব্দী মালিতা

বর্তমান সময়ে শিক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্নগুলোর একটি হলো; আমরা কি জ্ঞান অর্জন করছি, নাকি শুধু নম্বর সংগ্রহ করছি? প্রতিযোগিতার এই তীব্র যুগে পড়াশোনার চাপ এতটাই বেড়েছে যে অনেক শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা আর আনন্দের বিষয় নয়, বরং এক ধরনের মানসিক বোঝা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে; ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি সৃজনশীলতার সংকটে ভুগছে?

শিক্ষা মূলত মানুষের সামগ্রিক বিকাশের মাধ্যম। কিন্তু বাস্তব চিত্রে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ পরীক্ষামুখী হয়ে পড়ছে। মনোবিজ্ঞানী জ্যাঁ পিয়াজেঁ তাঁর জ্ঞানীয় বিকাশ তত্ত্বে বলেছেন, শিশুর শেখার প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে অনুসন্ধান, কৌতূহল ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এগোয়। কিন্তু যখন শেখা মুখস্থনির্ভর হয়ে যায়, তখন এই স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা তথ্য জানে, কিন্তু চিন্তা করতে শেখে না।

অন্যদিকে ভাইগটস্কি (Lev Vygotsky)সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্বের কথা বলেন। তাঁর 'Zone of Proximal Development' তত্ত্ব অনুযায়ী, শেখার জন্য সহযোগিতামূলক পরিবেশ অত্যন্ত জরুরি। অথচ বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে সহপাঠী যেন সহযোগী নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী। এই মানসিকতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে চাপ ও বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

আজকের শিক্ষার্থীদের মনোভাবও পরিবর্তিত হয়েছে। তারা সচেতন, কিন্তু একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন। ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা, ক্যারিয়ার নিয়ে চাপ এবং সামাজিক তুলনার সংস্কৃতি তাদের মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তুলছে। অনেকেই মনে করে, নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে হয়তো স্থায়ী ভবিষ্যৎ পাওয়া যাবে না। ফলে তারা আগ্রহের পরিবর্তে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এতে সৃজনশীলতা ধীরে ধীরে দমে যাচ্ছে।

অভিভাবকদের মনোভাবও এই বাস্তবতাকে প্রভাবিত করছে। অধিকাংশ অভিভাবক সন্তানের সাফল্যকে নম্বর ও পেশার মাধ্যমে বিচার করেন। মনোবিজ্ঞানী কার্ল রজার্স মানবতাবাদী তত্ত্বে বলেছেন, শর্তহীন সমর্থন (unconditional positive regard) ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যখন ভালোবাসা শর্তসাপেক্ষ হয়ে যায়; অর্থাৎ ফলাফল ভালো হলে তবেই প্রশংসা; তখন শিশুর আত্মবিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সৃজনশীলতার প্রসঙ্গে হাওয়ার্ড গার্ডনার তাঁর 'Multiple Intelligences' তত্ত্বে দেখিয়েছেন, বুদ্ধিমত্তা একমাত্র একাডেমিক দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সংগীত, শিল্প, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা; সবই বুদ্ধিমত্তার অংশ। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও মূলত ভাষা ও গণিত দক্ষতাকেই মূল্যায়ন করে। ফলে অনেক প্রতিভা অদেখাই থেকে যায়।

এছাড়া সৃজনশীলতার সঙ্গে আনন্দ ও মনোযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিহাই চিকসেন্টমিহাই 'Flow' ধারণার কথা বলেন; যেখানে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ ও আনন্দের সঙ্গে কাজ করে। কিন্তু অতিরিক্ত চাপ ও সময়ের অভাবে শিক্ষার্থীরা এই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পড়াশোনা তখন আর অনুসন্ধান নয়, হয়ে ওঠে কেবল দায়িত্ব।

বর্তমান সমাজে নানা ঘটনা এই সংকটকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে। বর্তমান সময়ে পরীক্ষার ফলাফলকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান মানসিক অবসাদ ও সৃজনশীলতার সংকট এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন রাজ্যে বোর্ড পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে আত্মহনন বা তীব্র বিষণ্ণতার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার মূলে রয়েছে কেবল নম্বরের ভিত্তিতে মেধা যাচাইয়ের এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা। যখন একজন শিক্ষার্থী তার পছন্দের বিষয় বেছে নিতে পারে না এবং পরিবারের প্রত্যাশার চাপে নিজের সহজাত আগ্রহকে বিসর্জন দেয়, তখন তার সত্তার এক বড় অংশ চাপা পড়ে যায়। এই রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে ফলাফল সামান্য খারাপ হলেই সামাজিক তুলনা ও গ্লানি তাদের আত্মবিশ্বাসকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের বর্তমান যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কোনো সৃজনশীল দিকে আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ দেয় না; ফলে ব্যর্থতার মুহূর্তে মানসিক আশ্রয় হিসেবে তাদের কাছে শিল্প, সাহিত্য বা কোনো সৃষ্টিশীল শখ অবশিষ্ট থাকে না। এই শূন্যতাই তাদের অবসাদকে আরও ঘনীভূত করে। অথচ শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল কৌতূহল মেটানো আর নতুন ভাবনার বিকাশের ক্ষেত্র। অভিভাবক ও সমাজকে বুঝতে হবে যে, জীবন কেবল সাফল্যের সিঁড়ি নয়, বরং শেখার এক আনন্দময় পথ। পড়াশোনার চাপকে সৃজনশীলতার সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ করতে না পারলে আমরা কেবল নম্বরধারী যন্ত্র তৈরি করব, প্রাণোচ্ছল মানুষ নয়। তাই ভবিষ্যতের স্বার্থে শিক্ষাকে মানবিক করে তোলা এবং নম্বরের চেয়ে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া আজ সময়ের দাবি।বর্তমান বিশ্বে কিশোর-যুব মানসিক স্বাস্থ্য একটি গভীর জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে সামনে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ হিসেবে আত্মহত্যা চিহ্নিত হয়েছে; যা সমস্যার তীব্রতাকে স্পষ্ট করে। ২০১১ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে এই বয়সগোষ্ঠীতে প্রায় ৫৯ হাজারের বেশি মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে। করোনাকাল (২০২০,২০২১) চলাকালে ১২,১৭ বছর বয়সী কিশোরীদের আত্মহত্যার প্রচেষ্টাজনিত জরুরি বিভাগে আসার সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি বেড়েছে, যা মানসিক চাপে দ্রুত বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

এই পরিস্থিতির পেছনে বহুস্তরীয় কারণ কাজ করছে। প্রথমত, শিক্ষাজীবনে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ও অনিশ্চয়তা তরুণদের মধ্যে চাপ বাড়াচ্ছে। দ্বিতীয়ত, হতাশা, উদ্বেগ, ট্রমা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি মানসিক সমস্যার সঙ্গে আত্মহানিমূলক চিন্তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পরিবারে অশান্তি, শৈশবের প্রতিকূল অভিজ্ঞতা, কিংবা সামাজিক বৈষম্যও ঝুঁকি বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা থাকা অধিকাংশ তরুণের ক্ষেত্রে আগে থেকেই বিষণ্নতা বা উদ্বেগজনিত লক্ষণ উপস্থিত থাকে।

ডিজিটাল যুগ এই সংকটকে আরও জটিল করেছে। প্রায় সব কিশোরই অন্তত একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে। এর ইতিবাচক দিক থাকলেও অতিরিক্ত ব্যবহার ঘুমের ব্যাঘাত, সামাজিক তুলনা, সাইবার বুলিং ও একাকীত্বের অনুভূতি বাড়াতে পারে। বুলিং বা সাইবার বুলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত তরুণদের মধ্যে দুঃখবোধ ও আত্মহানিমূলক চিন্তা তুলনামূলক বেশি দেখা যায়।

তবে এই সংকটের মাঝেও আশার জায়গা রয়েছে; সৃজনশীলতা ও সামাজিক সংযোগ। মানুষ কেন সৃজনশীল হবে? কারণ সৃজনশীল কাজ মনকে প্রকাশের সুযোগ দেয়, চাপ কমায় এবং আত্মমর্যাদা বাড়ায়। পড়াশোনার পাশাপাশি শিল্প-সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও নান্দনিক চর্চা মানসিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কবিতা আবৃত্তি, গান, নাচ, ছবি আঁকা বা সৃজনধর্মী লেখালেখি; এসব কার্যকলাপ আবেগকে সুস্থ পথে প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সামাজিক সম্পর্কও অত্যন্ত জরুরি। পরিবার, বন্ধু ও সহপাঠীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক একধরনের সুরক্ষা বলয় তৈরি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের শক্তিশালী সামাজিক সমর্থন থাকে তাদের মধ্যে মানসিক সংকট মোকাবিলার ক্ষমতা বেশি। তাই নিয়মিত বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, দলগত খেলাধুলায় অংশ নেওয়া বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা মানসিক স্থিতি বাড়ায়।

এছাড়া জীবনযাপনের কিছু অভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত শরীরচর্চা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং প্রয়োজনে ভ্রমণ বা প্রকৃতির সংস্পর্শে যাওয়া মানসিক ক্লান্তি কমায়। নতুন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বা সৃজনশীল কর্মশালায় অংশ নেওয়া মনকে সতেজ করে এবং নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে রাখে।

সবশেষে বলা যায়, কিশোর-যুব মানসিক স্বাস্থ্য সংকট কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক দায়িত্বও। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং সমাজ; সবার সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার। পড়াশোনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সৃজনশীলতা, বিশ্রাম, সম্পর্ক ও আত্মপ্রকাশের সুযোগও সমান জরুরি। একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারা গড়ে তুলতে পারলেই তরুণ প্রজন্ম চাপের মাঝেও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে এবং একটি সুস্থ, সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গে পিপিপি মডেলে মুপল ইনস্টিটিউট কলকাতার সহযোগিতায় নতুন যুগের ডিগ্রি কোর্স চালু করল বেহালা কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, NAAC A++ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কলকাতার অন্যতম স্বনামধন্য স্বশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেহালা কলেজ ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য নতুন যুগের পেশাদার ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর ঘোষণা করেছে।

- নতুনভাবে চালু হওয়া কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে
- সাইবার সিকিউরিটিতে বি.এসসি.
- মাল্টিমিডিয়া, ডিজাইন ও ওয়েব ডেভেলপমেন্টে বি.এসসি.
- ব্যাচেলর অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস (ক্ষঙ্খঙ)

এই শিল্পমুখী কোর্সগুলি পরিচালিত হবে মুপল ইনস্টিটিউটের একাডেমিক সহযোগিতায়। শিল্পভিত্তিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং সফল ছাত্র-ছাত্রীদের প্লেসমেন্টে ২০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুপল ইনস্টিটিউট এই ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। এই যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য নিশ্চিত করা হবে

- শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্র্যাকটিক্যাল ও প্রজেক্ট-ভিত্তিক শিক্ষা
- আধুনিক টুলস ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি
- ক্যারিয়ার গাইডেন্স ও প্লেসমেন্ট সহায়তা
- শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই চাকরিমুখী দক্ষতা অর্জনের সুযোগ

প্রযুক্তি যেভাবে প্রতিটি শিল্পক্ষেত্রকে নতুনভাবে রূপ দিচ্ছে, তাতে সাইবার সিকিউরিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন, ড্ডজ্জ/ড্ডজ্জ, মাল্টিমিডিয়া এবং ওয়েব টেকনোলজির মতো ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সময়ে নিয়োগকারী সংস্থাগুলি এমন স্নাতকদের খুঁজছে, যাদের শুধুমাত্র একাডেমিক যোগ্যতা নয়, পাশাপাশি বাস্তবমুখী দক্ষতা এবং শিল্পক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

মুপল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর শ্রীমতি পায়েল চোপড়া বলেন, তকলকাতার অন্যতম সম্মানিত স্বশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেহালা কলেজের সঙ্গে এই নতুন যুগের এবং ভবিষ্যতমুখী ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সাইবার সিকিউরিটি, মাল্টিমিডিয়া, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং আইটি অ্যাপ্লিকেশনসের মতো ক্ষেত্রে দক্ষ পেশাদারদের চাহিদা উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য উজ্জ্বল কর্মজীবনের সুযোগ তৈরি করছে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হল শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের ব্যবধান দূর করা, যাতে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব শিল্প অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কার্যকর প্লেসমেন্ট সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।দ

এই পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিয়ে বেহালা কলেজ শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল অর্থনীতিতে শক্তিশালী ও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত কর্মজীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এই কোর্সগুলি চালু করেছে। এই পাঠ্যক্রমগুলিতে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, শিল্পক্ষেত্র-সংশ্লিষ্ট প্রজেক্ট এবং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা পরিবর্তিত পেশাগত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

বেহালা কলেজ (স্বশাসিত)-এর অধ্যক্ষ ড. সুদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, 'বেহালা কলেজ (স্বশাসিত)-এ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে উচ্চশিক্ষাকে প্রযুক্তি ও শিল্পক্ষেত্রের দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে যেতে হবে। সেই লক্ষ্যেই অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (AICTE)-এর অনুমোদনক্রমে সাইবার সিকিউরিটি, BCA, মাল্টিমিডিয়া ডিজাইন ও ওয়েব ডেভেলপমেন্টের মতো ভবিষ্যতমুখী ও দক্ষতাভিত্তিক কোর্স চালু করা হয়েছে। এই কোর্সগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিগত জ্ঞান, শিল্পক্ষেত্র-উপযোগী দক্ষতা এবং আন্তঃবিষয়ক শিক্ষার সুযোগ পায়। পাঠ্যক্রমের কাঠামো এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি AICTE নির্ধারিত নিয়ম ও নির্দেশিকা কঠোরভাবে অনুসরণ করবে। জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে মুপল ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় কলেজ সফলভাবে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেল বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমান শিল্পমান বজায় রাখতে প্রশিক্ষণ, উদ্ভাবন এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে কলেজ এমন একটি গতিশীল শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়, যা শিক্ষার্থীদের দক্ষ এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তুলবে।'

এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, এই সহযোগিতা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা এবং শিল্পক্ষেত্রের প্রত্যাশার মধ্যে ব্যবধান দূর করবে এবং শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও প্লেসমেন্টমুখী শিক্ষার সুযোগ প্রদান করবে।

আসন্ন শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং সীমিত আসনের কারণে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের দ্রুত ভর্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি এই উদীয়মান কর্মজীবনের সুযোগগুলি অন্বেষণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই কোর্সগুলির পাশাপাশি বেহালা কলেজ ঐতিহ্যবাহী ও নতুন যুগের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যক্রমও প্রদান করে থাকে

- স্নাতকোত্তর কোর্স (M.A./M.Sc.) , ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, মাইক্রোবায়োলজি, জিও-ইনফরমেটিক্স, ভূগোল, ডেটা সায়েন্স, গণিত, রসায়ন, সাইবার সিকিউরিটি ও ডিজিটাল ফরেনসিক।
- স্নাতক কোর্স (B.A./B.Sc.), বি.এসসি. , বোটানি, কেমিস্ট্রি, কম্পিউটার সায়েন্স, ইকোনমিক্স, ইলেকট্রনিক্স, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন, ভূগোল, ফিজিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, গণিত ও জুলজি।
- বি.এ., বাংলা, ইংরেজি, শিক্ষা, ইতিহাস, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, শারীরিক শিক্ষা, ডিফেন্স স্টাডিজ এবং সংস্কৃত।

আরও তথ্যের জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা বেহালা কলেজের অ্যাডমিশন অফিস অথবা মুপল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ৮১০০৯ ৮২৭২৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।